493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১২ সংখ্যা ঃ ১৯ পৌষ- ২৫ পৌষ, ১৪২০ ঃ ৪ জানুয়ারি - ১০ জানুয়ারি, ২০১৩, ২ রবিঃআউঃ-৮ রবিঃআউঃ, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সিপিএম কি সত্যিই এতটা দৈন্য হয়ে পড়েছে?

ওঙ্কার মিত্র

বানতলা হোক বা মধ্যমগ্রাম। তাপসী মালিক হোক বা মধ্যগ্রামের ধর্ষিতা কিশোরী। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ আজ এক সামাজিক ব্যাধি। সামাজিক অবক্ষয় থেকে যার উৎপত্তি। এব্যাধি চিরকাল রয়েছে সমাজেরই মধ্যে। কখনও সুপ্ত, কখনও উদীপ্ত। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা এখন রাজনীতির উপজীব্য হয়ে উঠেছে। সমাধানের পথ খোঁজার বদলে এ নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলনেই আগ্রহী ডান-বাম সকলেই। প্রত্যেক দলেরই ধারণা এরকম আন্দোলনেই রাজনৈতিক ফায়দা বেশি। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা বলে দিচ্ছে এসব আন্দোলনে তাৎক্ষণিক কিছু প্রতিক্রিয়া হলেও কাজের কাজ কিছু হয় না। মানুষও এনিয়ে বীতশ্রদ্ধ। মানুষ মনে করে গ্রামে -শহরে ছড়িয়ে থাকা নরকের কীটদের নির্মূল করার বদলে এতে প্রচারই বেশি হয়। সামাজিক

এরপর পাঁচের পাতায়

অধীর চৌধুরীর কপালে ভাঁজ

লোকসভায় বহরমপুরে বিজেপি'র প্রার্থী হচ্ছেন ইন্দ্রাণী হালদার

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

প্রায় প্রতিদিন প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে আঘাত করা হচ্ছে বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীকে। বামফ্রন্টের আমলে যেভাবে অর্থাৎ পুলিশ তথা প্রশাসনকে কাজে লাগানো হয়েছিল বহরমপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে, সরকারের পরিবর্তনের পর একই কায়দায় তাঁর বিরুদ্ধে আদা জল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। একের পর এক মামলায় জর্জরিত হয়ে মাঝেমধ্যেই অধীররঞ্জনকে আগাম জামিনের আবেদন করতে হচ্ছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৯ সালে বিজেপি এই কেন্দ্রে প্রায় নব্বই হাজার ভোট পেয়েছিল। তাই শেষ পাওয়া খবরে প্রকাশ, বিজেপি এই কেন্দ্র তাদের প্রার্থী করবে অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদারকে। কয়েকদিন আগে মুম্বই থেকে ফিরে

আসার পর তাঁকে এই প্রস্তাব দিলে তিনি অবশ্যই গভীরভাবে ভেবে দেখবেন বলে রাজ্য বিজেপি'র নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্দ্রাণী হালদার এই কেন্দ্রে বিজেপি'র প্রার্থী হলে

এবং একবার যদি এই জেলায় নরেন্দ্র মোদী সভা করেন, তাহলে কিন্তু দলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

কলকাতায় দ্বিতল শৌচাগার, কেবলই অর্থের অপচয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা পুরসভা: ভবিষ্যৎ ভাবনাতেই গলদ। প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তে ৩০টি দ্বিতল শৌচাগার নির্মাণের পর পুরকর্তারা অবশেষে টের পেলেন, এই শহরের ক্ষেত্রে এ ধরনের সুলভ শৌচাগার মোটেই উপযোগী নয়। সে জন্যই আগামী দিনে পুরকর্তারা আর মহানগরীতে একটিও দ্বিতল শৌচাগার নির্মাণে রাজি নন। যেকটি ইতিমধ্যেই নির্মাণ হয়ে গিয়েছে, সেগুলিকেও ভেঙে নতুন করে একতলা শৌচাগার নির্মাণ হবে। অর্থাৎ, এই টানাটানির বাজারে অর্থের অপব্যাবহার। নয়া পরিকল্পনার কী হবে? প্রথমতলেই থাকবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক শৌচাকার। আর দ্বিতলে গড়ে উঠবে নাইট শেল্টার, স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কফিশপ বা রেস্তোরাঁ। বর্তমান পুর বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার কোনও রাজনৈতিক দলাদলি না করেই বলেন, 'কলকাতা শহরে দ্বিতল শৌচাগার বোকাবোকা পরিকল্পনা। যাঁরা এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তাঁরা কলকাতা শহর সম্পর্কে জ্ঞান শূন্য। সেজন্যই বর্তমানে আমাদের বিপথে পড়তে হচ্ছে।' শ্রী সমাদ্দার জানান, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের অর্থে শৌচাগারগুলির নির্মাণ ঘটেছে, সেজন্য নকশার রদবদল ঘটাতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আপত্তি উঠতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, প্রকল্পের সময়সীমা একবছর অতিক্রান্ত হলে তখন আর কেন্দ্রের বলার কিছু থাকবে না।

সেসময় পুরসভা মনে করলে প্রযোজন মতো পরিবর্তন করে নিতে পারে। যেসময় দ্বিতল সুলভ শৌচাগার নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সেসময় বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ ছিলেন অতীন ঘোষ। বর্তমানে শ্রী ঘোষ জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মতোই দ্বিতল সুলভ শৌচাগার তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। তা অমান্য করলে সমস্যা হবে।' পুর সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের 'মাল্টি সেক্টরাল ডেভলপমেন্টাল প্রোগ্রামে' সংখ্যালঘু উন্নয়নের অর্থে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৬৬টি দ্বিতল শৌচাগার নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই অনুমোদন মিলেছে। টেন্ডার ডাকাও হয়েছে। ইতিমধ্যেই মোট ৩০টি শৌচাগারের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ। পরিকল্পনা মতো প্রথমতলে পুরুষদের শৌচাগার আর দ্বিতলে মহিলাদের শৌচাগার। এধরনের দ্বিতল শৌচাগার নির্মাণে গড় ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ১৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট ৩০টি শৌচাগার তৈরিতে ব্যয় হয়েছে পাঁচ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। একটু

এরপর পাঁচের পাতায়

ভেন্টিলেশনে সুচিত্রা সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার বেলা ১২টায় কিংবদন্তী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে হাসপাতালে নন-ইনটেনসিভ ভেন্টিলেশনে পাঠানো হয়েছে, অবস্থার বেশকিছুটা অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা এই

সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য বয়সজনিত কারণে তিনি ইদানিংকালে প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। দীর্ঘদিন ধরে মাঝে মধ্যেই তিনি কিডনির সমস্যায় কষ্ট পেয়েছেন। প্রায় তিন যুগ আগে তিনি প্রখ্যাত নেফরোলজিস্ট ডাঃ একেন ঘোষের চিকিৎসাধীন ছিলেন। বর্তমানে ডাঃ সুব্রত মৈত্রের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা

মা-মাটি-মানুষের পৌরবোর্ড
রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা

মা-মাটি-মানুষের পৌরবোর্ড রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা সর্বদা সাধারণ মানুষ ও গরীব দুঃখীদের পাশে ছিলো, আছে, এবং আগামীদিনেও থাকবে। স্বচ্ছতা ও নম্রতাকে সম্বল করে গত চার বছর ছয় মাস ধরে এক দুর্নীতিহীন পৌরসভা চালিয়ে আসছি। বর্তমানে সব কয়টি ওয়ার্ডে চিকিৎসা ব্যবস্থা রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পাকা ড্রেন, পুকুর সংস্কার উন্নয়নের কাজ শেষপ্রান্তে।

ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য
পৌরপ্রধান
রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দফতরে উচ্চমাধ্যমিক পাশ পুরুষ নিয়োগ

২৪৬ জন কর্মী নিয়োগ করা হবে এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অব এক্সাইজ পদে। শুধুমাত্র পুরুষপ্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।

শূন্যপদ: মোট শূন্যপদ ২৪৬। এর মধ্যে এগজেমটেড ক্যাটাগরিতে ৭৩টি শূন্যপদ রয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উভয়ক্ষেত্রেই তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্যদের জন্য পদ সংরক্ষিত আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের মধ্যে পাশ করা হতে হবে।

বয়স:১ জানুয়ারি ২০১৩ সালের হিসেবে ১৮-২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপ: উচ্চতা ১৬৭ সেমি., গোর্খা ও তপশিলিদের ১৬০ সেমি.। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি. হতে হবে। গোর্খা ও তপশিলিদের ক্ষেত্রে এই মাপ ৭৬ ও ৮১ সেমি. হতে হবে। উচ্চতা ও বুকের ছাতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরীরের ওজন নির্ধারণ করা হবে। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চাটালো পাতা, শিরার স্থিতি ও ট্যারা চোখ হলে আবেদন করা যাবে না। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ও চশমা সহ উভয়ক্ষেত্রেই ৬/৬ হতে হবে, বর্ণান্ধ হলে চলবে না।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা এই দুটি বিভাগে পাশ করলে ডাকা হবে মৌখিক পরীক্ষায়। লিখিত পরীক্ষা হবে ৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে। এর সিলেবাস পাবেন ত্ত্বত্ত্বত্ত্ব.ত্বজ্রঞ্ঝ.ঞ্জণত্ত.ট ওয়েবসাইটে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে ডাকা হবে শারীরিক পরীক্ষার জন্য।

আবেদন পদ্ধতি: www.wbssc.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে অনলাইন এবং অফলাইন দু'ভাবেই আবেদন করতে পারবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের সাম্প্রতিক ছবি ও সই স্ক্যান করে ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করবেন। ফর্ম পূরণ করে সাবমিট করলেই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এই নম্বরটি নিজের কাছে রাখবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক হাজার আট শ'টি তথ্যমিত্র কেন্দ্রের সাহায্যে অনলাইন আবেদন করতে পারবেন।এই ক্ষেত্রে আবেদন ফিজ ওই কেন্দ্রে জমা দেবেন। তবে তার সঙ্গে কেন্দ্রকে ২০ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন হলে কেন্দ্র থেকে আপনার আবেদনের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ওই প্রিন্ট আউটে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটিও থাকবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তথ্যমিত্র কেন্দ্রে সম্পূর্ণ তালিকা পেয়ে যাবেন।

যদি অফলাইনে আবেদন করতে চান, তবে ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ৭৫ জিএসএম-এর এফোর মাপের সাদা কাগজে প্রিন্ট আউট নেবেন। ডাউনলোডের সময় আবেদন পত্রে বারকোড সহ একটি ইউনিক নম্বর দেওয়া থাকবে। ওই নম্বর ছাড়া কোনও দরখাস্ত গ্রহনযোগ্য হবে না। তথ্যমিত্র থেকে ৬ টাকার বিনিময়ে যে ফর্ম পাবেন সেই ফর্মেও অফলাইন আবেদন করা যাবে। মনে রাখবেন এই আবেদন জমা দেওয়ার সময় আবেদন ফিজ জমা দেওয়ার রসিদ ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন ও তার ওপর নিজে স্বাক্ষর করবেন। ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় এক কপি পাসপোর্ট মাপের ছবিও সেঁটে দেবেন। তবে কোনও শংসাপত্রের জেরক্স কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে দেওয়ার দরকার নেই। আবেদনপত্রে আপনার পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে পারবেন। এই আবেদনপত্রটি খামে ভরে খামের ওপর লিখতে হবে রিক্রুটমেন্ট ও পোস্টের নাম। পাঠাবেন রেজিস্টার অথবা স্পিড পোস্টে তবে নিজের হাতেও কমিশনের অফিসে গিয়ে ড্রপ বক্সে জমা দিতে পারেন। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। তবে শনি, রবি ও ছুটির দিনে অফিস বন্ধ থাকবে। অফলাইনের আবেদন পাঠাবেন এই ঠিকানায় - সেক্রেটারি কাম কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস ওয়েস্টবেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ময়ূখ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১।

মনে রাখবেন লিখিত পরীক্ষার দিন এ্যাডমিটকার্ড ছাড়াও নিজের যে কোনও পরিচয়পত্র যেমন- ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ছবি লাগানো ব্যাঙ্কের পাসবই। এসবের যে কোনও একটি নিয়ে যাবেন।

আবেদনের ফিজ: আবেদনের ফিজ ২২০ টাকা, তবে তপশিলিদের শুধু ২০ টাকা। অনলাইনের ক্ষেত্রে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফিজ দেবেন। অফলাইনের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্টে করতে পারবেন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে। কোন কোন পোস্ট অফিসে পেমেন্ট করতে পারবেন তার লিস্ট ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন।

আবেদনের তারিখ: অনলাইন-অফলাইন উভয় মাধ্যমে **আবেদনের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি ২০১৪, বিকেল ৪টে পর্যন্ত**। এ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে ৫ মার্চ থেকে, না পেলে ১৯ মার্চ থেকে যে ওয়েবসাইটে আবেদন করেছেন সেই ওয়েবসাইট থেকেই এ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবেন মে মাসে।

রাজ্য স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্য অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টন্স সার্ভিসে কমার্স স্নাতক ও সি.এ নিয়োগ

ওয়েস্টবেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টন্স সার্ভিস এগজামিনেশন ২০১৩-এর মাধ্যমে ১৭৫ জন অফিসার নিয়োগ করা হবে। শূন্যপদ ১৭৫। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ থাকবে।

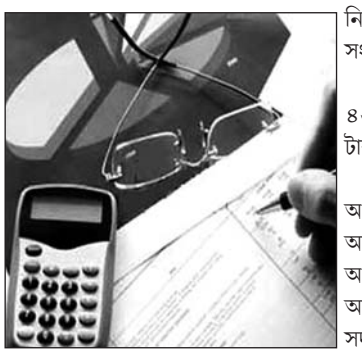

বেতন: ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা, সঙ্গে ৫,৪০০ টাকা গ্রেড পে।

যোগ্যতা: কমার্স গ্র্যাজুয়েট অথবা ইনস্টিটিউট অফ দ্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া অথবা ইন্সটিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়ার সদস্য হতে হবে। কম্পিউটারে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা এবং বাংলা লিখতে ও পড়তে জানা চাই। তবে দার্জিলিং জেলার নেপালী ভাষার এলাকার জন্য বাংলার বদলে নেপালী ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। দৃষ্টিহীন ও কম দৃষ্টিশক্তির প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২-এর মধ্যে। তবে সংরক্ষিত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধ্বসীমার ছাড় পাবেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি: পরীক্ষা কেন্দ্র হবে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে মার্চ মাসে। মাল্টিপল চয়েজ অবজেকটিভ প্রশ্ন থাকবে। প্রথমপত্রে থাকবে ইংরাজি, জেনারেল নলেজ, ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, ভারতের সংবিধান, ফাইনান্স কমিশন, রিজিনিং টেস্ট, অ্যাকাউন্টন্স অ্যান্ড অডিট, বিজনেস ম্যাথামেটিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স। দ্বিতীয়পত্রে থাকবে বিজনেস ল, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ম্যানেজমেন্ট, ট্যাক্সেশন, অডিটিং, বিজনেস ইকোনমিকস। দুটি পত্রে ২০০ নম্বর করে, সময় আড়াই ঘন্টা।

আবেদন পদ্ধতি: কেবলমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। www.pscwbonline.gov.in ওয়েবসাইটের 'ONE TIME REGISTRATION' লিঙ্কে গিয়ে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার আগে নিজের ছবি ও সই জেপেগ ফরম্যাটে স্ক্যান (২০০ ডিপিআই) করে নেবেন। ছবি ও সইয়ের স্ক্যানের সাইজ ২০ কেবি থেকে ৫০ কেবির মধ্যে হতে হবে। সব কলাম সঠিকভাবে পূরণ করার পর রেজিস্টার লেখা জায়গায় ক্লিক করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন ফর্মের প্রিন্ট আউট নিতে হবে। একবারই মাত্র ডাউনলোড করা যাবে। স্বাভাবিক তখনই ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিতে হবে না হলে আর প্রিন্ট আউট নেওয়া যাবে না। 'কমফার্ম' লেখা জায়গায় ক্লিক করার পর আপনি রেজিস্ট্রেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাবেন। ওই রেজিস্ট্রেশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে পেজে যেতে হবে। সেখানে সে পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে চান সেটি সিলেক্ট করে 'অ্যাপ্লাই নাউ'-এ ক্লিক করতে হবে। এখানে প্রার্থী প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে এবং তথ্য সংশোধন করতে পারবেন। একবার চূড়ান্তভাবে সাবমিট করা হয়ে গেলে আর বদল করা যাবে না।

আবেদনের ফিজ:আবেদনেদর ফিজ ২১০ টাকা। তপশিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফিজ লাগবে না। ফিজ জমা দিতে হবে স্টেটব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যেকোনও সিবিএস সুবিধাযুক্ত শাখায়। ফিজ জমা দেওয়ার পর জার্নাল নম্বর পাবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি, ২০১৪।

শুধু পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ফার্মাসিস্ট পদে নিয়োগ

শূন্যপদ: ৪৪১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও স্বীকৃত ইন্সটিটিউট থেকে দু'বছরের ডিপ্লোমা। তবে বি ফার্ম বা এম ফার্ম থাকলে অতিরিক্ত নম্বর পাওয়া যাবে।

বয়স: ১ অক্টোবর ২০১৩-তে বয়স ৪০-এর বেশি হওয়া চলবে না। তপশিলি ও ওবিসি প্রার্থীরা আইন অনুযায়ী ছাড় পাবেন। নিয়োগ পদ্ধতি:

মাধ্যমিকের জন্য ১০০, উচ্চমাধ্যমিকের জন্য ২০, ফার্মেসি ডিপ্লোমাতে ৩০, বিফার্মের জন্য ২০, এমফার্মের জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হবে মেধাতালিকা তৈরির সময়। এইবার মেধাতালিকার ওপর থেকে হিসেব করে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রার্থী বাছাই করে তাঁদের ডাকা হবে নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য।

নথি যাচাইয়ের দিন কি কি নেবেন:

১) সচিত্র পরিচয় পত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড-এর মধ্যে যে কোনও একটি।

২) ঠিকানার প্রমাণপত্র। উপরোক্ত কার্ডগুলি ছাড়াও আপনার ইলেক্ট্রিক বিল নিয়ে যেতে পারেন।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র।

৪) সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট।

৫) ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

৬) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব পরীক্ষার সার্টিফিকেট।

আবেদন পদ্ধতি:www.wbhealth.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করবেন অনলাইনে। ফর্মের

এরপর পনেরো পাতায়

পরিকাঠামোর অভাবে শিক্ষায় অবক্ষয় মুর্শিদাবাদে

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত

মুর্শিদাবাদ : সিরাজদৌল্লার রাজত্বে প্রতিষ্ঠান নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল নবাব জমিদাদের হাত ধরে। তবে রমরমা হয়েছিল অনেক পরে। বিশেষত নবাবি আমলের শেষদিকে যখন সামন্ততন্ত্রের উত্তরসূরীরা বাংলার নবজাগরণের প্রভাবে বেশ খানিকটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। এর সবচেয়ে বড়প্রমাণ ঠিক স্বাধীনতার পর ১৯৫০-১৯৫১ সালে সিক্ষা সংক্রান্ত একটি দলিল থেকে পাওয়া গিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, মুর্শিদাবাদে সাক্ষরতার হার ১২.৬৮ শতাংশ। দেশ তথা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদে শিক্ষার পরিবেশ বদলেছে। একইভাবে রাজ্যব্যাপী শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও এ জেলায় বহাল তবিয়তে রয়েছে। সেকারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে মানুষের কালক্রমে বেড়েই চলেছে।

নবাবি আমলের বৈষ্ণব আখড়া, টোল,চতুষ্পাঠীতে প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা গ্রহণ হত। এগুলি নবাব, রাজা, জমিদারদের আর্থিক সাহায্যে চলত। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শুধু পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে পড়াশুনো করা যেত। তারপর টোল বা চতুষ্পাঠীতে পঠন পাঠনের জন্য যেতে হত। ইসলাম ধর্মীয়দের শিক্ষার জন্য মক্তব, মাদ্রাসা চালু ছিল। টোল, পাঠশালা চতুষ্পাঠীর খরচ যেমন জমিদাররা দিতেন তেমনি মক্তব, মাদ্রাসার খরচ জোগাতেন নবাবরা।

তবে শিক্ষা নিয়ে সেই অর্থে কোনও ভেদাভেদ ছিল না। শিক্ষা অনেক অবৈতনিক ছিল। ইংরেজ আমলে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল। মুর্শিদাবাদের মতিঝিল ও মনসুর গঞ্জে দুটি বড় মাদ্রাসা ছিল। প্রসঙ্গত, সেই আমলে মাদ্রাসা শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রই ছিল না, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মেটানোর সমস্ত পেশার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হত। বাংলা মাধ্যম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী গুলিই কালক্রমে বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রাইমারি, মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। এই বিরাট আয়তন জেলার জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। বিস্ময়ের ব্যাপার, আজ থেকে বহু বছর আগে রাজা কৃষ্ণনাথ কিন্তু মুর্শিদাবাদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু সেই

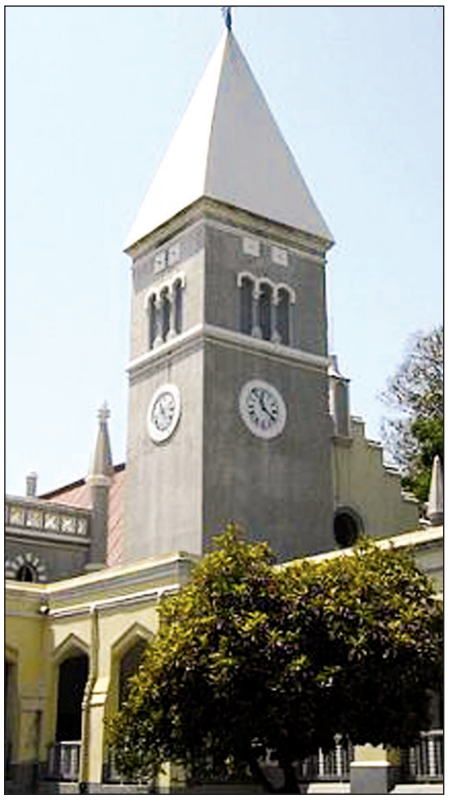

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

উদ্যোগকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এই জেলায় সরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় না হওয়ার ছাত্র সংগঠনেরও ক্ষোভ আছে। এ জেলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বেশিরভাগটার জন্যই স্থায়ী পরিকাঠামো বানাতে হয়নি। রাজা জমিদারদের দান করে যাওয়া মজুবত দালান গুলিই স্কুল কলেজ পরিণত হয়েছে। ফলে প্রথাগত শিক্ষা নেওয়ার জন্য নিম্নবিত্ত বালক বালিকাদের মধ্যে উৎসাহ তেমনভাবে নজরে আসে না। ড্রপ আউটের মাত্রাও নজরে আসে না। বর্তমানে প্রতিদিন বহু শিক্ষক অবসর গ্রহণ করছেন। নতুন করে কোনও নিয়োগ হচ্ছে না। ফলে বেশিরভাগ বিদ্যালয় তিনজন শিক্ষক দিয়ে চালাতে হচ্ছে। এ জেলায় পলিটেকনিক কলেজ আছে। এর মধ্যে অধিকাংশই বেসরকারি উদ্যোগে চলে। এক সময় নিজের গ্রামে বিদ্যালয় না থাকার দুঃখ ভুলতে ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর এ জেলার সন্তান নজরুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। জেলার এক সময়ের গর্ব কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি। বেশ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা বলেন, জেলার কলেজগুলির পরিকাঠামো বেহাল। অধিকাংশই কলেজে শিক্ষক নেই। লাইব্রেরি থেকে ল্যাবরেটরি সব কিছুই বেহাল। কৃষ্ণনাথ কলেজ, কান্দী রাজ কলেজ, লালগোলা কলেজের মতো দু'তিনটে কলেজের পরিকাঠামো ভাল। আসলে রাজ্য সরকার কলেজের সংখ্যা বাড়িয়েছে। কিন্তু তার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করেনি। ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। জেলার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় জরুরি। ছাত্রপরিষদের অভিযোগ রাজ্য সরকার আমাদের জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা নিয়েছে ছাত্র সংগঠন। তাদের বক্তব্য, জেলায় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে, কলেজ বাড়ছে, তবে কেন বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হবে না।

এখনও এই জেলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ কলেজটির নাম কৃষ্ণনাথ কলেজ। যা রাজা কৃষ্ণনাথের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে নির্মিত হয়েছিল। রাজা কৃষ্ণনাথ মাত্র ১৯ বছর বয়সে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দিতে চেয়ে উইল করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হন তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ী দেবী। তারপরে কৃষ্ণনাথের ভাগ্নে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এঁরা সকলেই নিজের সেই অর্থটুকু দিয়ে শিক্ষার উন্নতির কাজ করে গিয়েছেন। রানি স্বর্ণময়ী দেবী শুধু মুর্শিদাবাদ নয় , রাজ্যের অন্যান্য জেলাতে ও শিক্ষা প্রসারে অর্থ সাহায্য করেছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যখন মেয়েদের আরও বেশি করে শিক্ষার আঙিনায় আনতে নানা পরিকল্পনা রচনা করেছেন, রানি স্বর্ণময়ীদেবী তাঁর অনেক আগেই এসব ভেবেছেন। মুর্শিদাবাদ ঘুরলে আজও দেখা যায় রাজা ও মহারাজাদের দানে গড়া স্কুল ও কলেজের নিদর্শন। জেলার পুরনো বিদ্যোৎসাহী বাসিন্দারা বলেন, একটা সময় রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও রেভারেন্ড ইএম হুইলারের নেতৃত্বে কৃষ্ণনাথ কলেজ সারা ভারতে পরিচিত পেয়েছিল। আজ তার গায়ে অবক্ষয়ের চিহ্ন।

ভাড়া বাড়িতে নয়, অফিস স্থায়ীকরণে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: আর ভাড়া বাড়িতে নয় সরকারি-অফিস কাছারি স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। ক্যানিং থানার পুরনো বাজারের পার্শ্বস্থ জমিতে ৬ কোটি ৫০লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন ক্যানিং মহকুমা শাসক ভবন এবং ক্যানিং এসডিএম আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে।

১৯৯২ সালের ৯ নভেম্বর সুন্দরবনে ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্যালয় এবং ক্যানিং আদালত চালু হয়েছিল ভাড়া বাড়িতে। এমনকি সুন্দরবনের ক্যানিং -১ নম্বর ব্লকের খাদ্য দফতর , কৃষি বিষয়ক, যুবকল্যাণ, বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত সমিতি ভবন, মহকুমা তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ, এসডিপিও অফিস, পশু হাসপাতাল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যালয় পর্ষদ এবং এআইসি-র মতো সরকারি দফতরগুলি বাড়ি ভাড়া করে কাজ চলছে। ফলে সরকারি তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে।

সরকারি কার্যালয়গুলিকে স্থায়ীকরণ করা গেলে সরকারি অর্থ অনেকটাই সাশ্রয় হবে বলে জানালেন ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। ক্যানিং সার্কিট হাউজের নির্মাণের জন্য কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই টেন্ডার ছাড়বে বিভাগীয় দফতর। অন্যদিকে সরকারি দফতরগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে সরকারি কমপ্লেক্স তৈরি পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

ডাকাতের কবলে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙ্গড় : ভাঙ্গড়ের নতুন ব্রিজের কাছে বিধায়ক বাদল জমাদারের নগদ টাকা মোবাইল লুঠ করল একদল দুষ্কৃতী। ভাঙ্গড় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন বিধায়ক। ব্রিজের কাছাকাছি এলে হামলা করে তিন দুষ্কৃতী। নগদ টাকা, ব্যাঙ্কের পাস বই, মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী দলটি। ঘটনার দুদিন পর রঘুনাথপুর খালের ধার থেকে ব্যাগ ও ব্যাঙ্কের পাসবই মিললেও টাকা ও মোবাইল উদ্ধার হয়নি।

সম্প্রীতি কাপে জয়ী মিতালী সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙ্গড় : ভাঙ্গড় সম্প্রীতি কাপের বিজয়ী হল কারবালা মিতালী সঙ্ঘ ক্লাব। পোলের হাটের পল্লী সঙ্ঘের সঙ্গে কারবালা মিতালী সঙ্ঘ ক্লাবের ফাইনাল হয়। ২-১ গোলে জয়ী হয় মিতালী সঙ্ঘ। বিজয়ী অধিনায়ক হাতে পুরস্কার তুলে দেয় বিশিষ্ট অতিথিরা । এই খেলার আয়োজন করেছিলেন কালিপুর থানার ওসি সূর্যকুমার মণ্ডল।

স্বপ্নদর্শীর বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নোদাখালী: উত্তর ও দক্ষিণ বাওয়ালীতে নদাখালি থানার এলাকার স্বপ্নদর্শী নাট্য সংস্থা তাদের প্রথমবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান করল ২২ ডিসেম্বর। এর আগে ১৬-১৮ ডিসেম্বর তাঁরা বিনা ব্যয়ে একটি নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন। এদিন দক্ষিণ বাওয়ালীর সাউথ কর্নারের মাঠে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অভিনেতা ও পরিচালক প্রদীপ দাসকে। মফসল থিয়েটারে নারী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শুভাশিস খামারু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দে, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। উৎসব কমিটির সভাপতি তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী এই উদ্যোগকে আরও নিয়ে যাবেন বলে জানান।

ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিলে তৎপরতা

কে.হাফিজুল, ভাঙ্গড় : ভুয়ো রেশন কার্ড কমিয়ে কারচুপি অনেকটাই রোধ করেছেন বলে ব্লক সংসদ আলোচনায় একথা জানালেন ভাঙ্গড়ের দু'নম্বর বিডিও-এর সভাপতি আরাবুল ইসলাম। মোট ১৫ হাজার অতিরিক্ত রেশন কার্ড রয়েছে।

যার মধ্যে ১ হাজার রেশন কার্ড বাতিল করতে পেরেছে প্রশাসন। বিদ্যুৎ সমস্যা প্রসঙ্গে পোলের হাট ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তথা বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির কর্মাধ্যক্ষ মিজানুর আলম বলেন, বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে যারা ২০০ ভোল্ট বাল্ব ব্যবহার করে। তারা ১০০-১৫০ ভোল্টের বাল্ব ব্যবহার করবেন। এছাড়াও সভায় জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিশু ও উন্নয়ন, বনভূমি সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, কৃষিসেচ, খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

বর্ষশেষ মাতালো সোনারপুর থানার সম্প্রীতি কাপ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর: ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজপুর বাংলার স্কুলের মাঠে সাত হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে রীতিমতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হল সোনারপুর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্প্রীতি ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রতেকটি থানায় চলছে এই কাপ। সোনারপুর থানার উদ্যোগে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বর সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাঠে। ফাইনালের আগে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেয় এসপি একাদশের বিরুদ্ধে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল একাদশ। এসপি একাদশের হয়ে সাদা জার্সি পরে মাঠে

ছবি: শঙ্কর হালদার

নামেন জেলার এসপি প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল দেব প্রকাশ সিং, বারুইপুরের এসডিপিও দীপক সরকার।

ক্যানিং-এর এসডিপিও বিশ্বজিৎ মাহাতো। সঙ্গে ছিলেন ফুটবল নক্ষত্র মেহেতাব হোসেন। জাতীয় ফুটবলারদের মধ্যে ছিলেন তরুণ দে, বিকাশ পাঁজি, অমিত ভদ্র, তুষার রক্ষিত, প্রতাপ ঘোষ, সঞ্জয় মাঝি, সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ। সাদা জার্সি পরা পুলিশ দলের বিরুদ্ধে হলুদ জার্সি পরা জাতীয় ফুটবলারদের খেলায় সবার নজর ছিল পুলিশ একাদশের ১০ নম্বর জার্সি পরিহিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠীর দিকে। খেলার ভাষ্যকার ছিলেন সোনারপুর থানার আইসি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখীরা টস করেন।

টসে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় এসপি একাদশ। সম্প্রীতি কাপে ফাইনালে জিতে চ্যাম্পিয়ন হল সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন। জেলার সবকটি থানার মধ্যে সব থেকে বৃহৎ আয়োজনের জন্য সোনারপুর থানার আইসি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জির বিশেষ প্রশংসা করেন উপস্থিত মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিশিষ্ট মন্ত্রীবর্গ।

দক্ষিণেশ্বরের আদলে নির্মিত হচ্ছে কপিলমুনি আশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ৩৬ কোটি

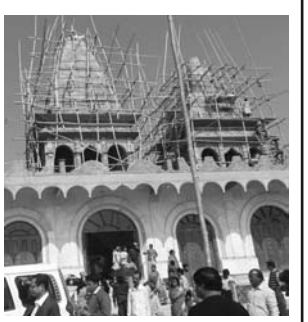

টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বর আদলে তৈরি হচ্ছে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রম। পাশাপাশি নির্মাণ করা হচ্ছে নাটমন্দির,জাদুঘর এবং ডালা আরকেট। সুন্দরবন উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে বেশ কিছু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই প্রকল্পগুলির মধ্যে সাগরব্লকে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। সাড়ে তিনকিমি পথে ত্রিফলা বসেছে। আড়াই কোটি টাকা খরচ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জল পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি সুব্রত'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গত ২৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি পাট-২ মালবাহী পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র সুভারম্ভ করলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ২০২০ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই নোদাখালী পাট-২ প্রকল্পের কাজ দ্রুত রূপায়ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা চান মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই জেলার নয়টি ব্লক বারুইপুর, সোনারপুর, ভাঙ্গড়-১,২, বজবজ-২, বিষ্ণুপুর-১, ২, জয়নগর-১ এবং মগরাহাটের দুই ব্লকের আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। নোদাখালী পাট-২ প্রকল্প থেকে কুলপী, ডায়মন্ডহারবার-১,২, ফলতা, জয়নগর-২, কুলতলি, মগরাহাট-১, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর-১,২ ব্লকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে যাবে। উপকৃত মৌজার সংখ্যা ৯০২টি।

প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১৩৩২.৪১ কোটি টাকা। আগামী আড়াই বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ চৌধুরী মহন জাটুয়া, সভাধিপতি সামিমা শেখ, বিধায়ক অশোক দেব, তমোনাস ঘোষ, যোগরঞ্জন হালদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ডেপুটি স্পীকার সোনালী গুহ।

জোড়া ভামের উৎপাতে লোপাট আদালতের নথি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল ডায়মন্ডহারবার ফৌজদারি আদালতের রেকর্ড রুমের কর্মীদের। দিনের পর দিন একাধিক মামলার রেকর্ড ছেঁড়া অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রুমের মেঝেতে। কিন্তু ছুটির দরজা-জানালা বন্ধ থাকত। কিছুতেই বুঝতে পারছিল কে ঘরে ঢুকে এই তাণ্ডব চালাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আদালতের কোণে কোণে নানান গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। তাণ্ডবকারীর জেরে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে রেকর্ড কর্মীদের। তবে অবশেষে সন্ধান মিলেছে উপদ্রবকারীর। আর উপদ্রবকারীদের দেখে চক্ষু চড়কগাছ কর্মীদের। ২৮ ডিসেম্বর রেকর্ড রুম খুলতেই দেখে ধারালো নখদন্ত বিশিষ্ট একটি বন্যপ্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা ঘরে। প্রাণীটি দেখে ঘাবড়ে ওঠেন কর্মীরা। বন্যপ্রাণীটিকে দেখতে ভিড় জমে যায় ঘরের সামনে। লোকজনকে দেখে বড় বড় নখ দাঁত খিচিয়ে বিরট শব্দ করতে থাকে প্রাণীটি। এরপর খবর দেওয়া স্থানীয় বনদফতরে। খাঁচা পাতেন বনদফতরের কর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে খাঁচায় ধরা পড়ে দুটি ভাম।

সরকারি আইনজীবী বিজয় রাম বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে সরকারি নথি ওলোটপালোট হয়ে থাকত অফিসে। এমনকী বেশকিছু নথি পুরোপুরি গায়েব হয়ে যাচ্ছিল। অপ্রস্তুতের মুখে পড়তে হত কর্মীদের। কারণ এই নথিগুলি মামলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বনদফতরের তরফে জানানো হয়েছে, হিংস্র এই জোড়া ভাম ধরতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বনদফতরের কর্মীদের। দফতরের কর্মী অধীর মণ্ডল বলেন, এই দুটি বিরল প্রজাতির ভাম। দুটি ভিন্ন লিঙ্গের। জোড় হিসেবে থাকত। এরা হাঁস, মুরগী খায়। গ্রামের ঝোপে এদের দেখা মেলে। কিন্তু এই আদালত চত্বরে কি করে এল তা বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে ভাম দুটিকে। পরে আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই উপদ্রবকারীদের।

গঙ্গাসাগরে চালু হেলিকপ্টার পরিষেবা

ছবি: সৌরভ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে রাজ্যে প্রথম শুরু হল হেলিকপ্টার পরিষেবা। ২৮ ডিসেম্বর বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ ৭যাত্রী নিয়ে প্রথম হেলিকপ্টারটি ছাড়ে। গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ডের হেলিপ্যাড সেটি নামে ১১টা ১৫ মিনিটে। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ও সাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। আপাতত প্রতি রবিবার এই পরিষেবা চালু থাকবে। ভাড়া করা হয়েছে দেড় হাজার টাকা। মন্টুরাম পাখিরা এদিন বলেন, 'নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যে চলবে হেলিকপ্টার। সুন্দরবনকে জাতীয় পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। গঙ্গাসাগর সুন্দরবনের মধ্যেই পড়ে। এখানে আগামী দিনে স্থায়ী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।' প্রতি রবিবার এই পরিষেবা চালু থাকলেও আগমী ১২ জানুয়ারি পরিষেবা বন্ধ থাকবে। কারণ ওই সময় গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়ে যাবে। তবে মেলার সময় পরিষেবা চালু থাকবে কিনা তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

অস্ত্র ভান্ডারের হদিশ মিলল উস্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: গোপন অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পুলিশ অস্ত্র ভাণ্ডারের হদিশ পেল। রবিবার রাতে উস্তির শেরপুর এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩টি নাইনএমএম পিস্তল, ১১টি ওয়ান শাটার, ৮০ রাউন্ড গুলি ও ৩ কেজি তাজা মশলা। ঘটনার মূল অভিযুক্ত মেহেতাব আলমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মেহেতাব বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা।

শেরপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের বাড়ি থেকে মেলে অস্ত্রের সন্ধান। রফিকুলের খোঁজ চলছে। ধৃত মেহেতাবকে সোমবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে ৭দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইদানিং ডায়মন্ডহারবার এলাকায় অপরাধ বৃদ্ধি পায়। বেআইনি অস্ত্র ঢুকছিল জেলায়। পুলিশ অস্ত্র পাচারের ওপর নজর রেখেছিল। পুলিশি অভিযানের দিন ভাগলপুরের মেহেতাব অস্ত্র নিতে এসেছিল রফিকুলের বাড়িতে। ভিন রাজ্যের সঙ্গে এই অস্ত্র কারবারির যোগ রয়েছে পুলিশ জানতে পেরেছে। জেলা সদর আলিপুরে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উস্তির এক বাসিন্দার খোঁজ চলছে।

বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে জখম বৈধ মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পরে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হল মৎস্যজীবী কুদ্দুস মোল্লাকে। জীবনতলা থানার মৌখালি গ্রামের সাতজন মৎস্যজীবী বেরিয়েছিলেন মাছ ধরতে। মৎস্যজীবীর সঙ্গীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জোয়ারের সময় ন-বাঁকি জঙ্গলের বিদ্যানদীর চড়ে নৌকা নোঙর বেঁধে বিশ্রাম করছিলেন কুদ্দুস মোল্লা এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গী মৎস্যজীবীরা। হঠাৎই জঙ্গল থেকে এসে কুদ্দুস মোল্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বাঘ। কুদ্দুসকে বাঁচাতে নৌকা থেকে লাঠি নিয়ে বাঘের ওপর চড়াও হয় সঙ্গীরা। এরপর পরাস্ত হয়ে কুদ্দুসকে রেখে জঙ্গলে পালিয়ে যায় বাঘটি। এই ঘটনায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা জানিয়েছেন, যদি বৈধভাবে মাছ শিকারের সময় বাঘের আক্রমণের মুখে পড়লে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে আহত মৎস্যজীবীর। এভাবে কারও মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হতে পারে।

প্রার্থী হচ্ছেন ইন্দ্রাণী হালদার

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে এই কেন্দ্রে লোকসভার নির্বাচনে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে চারজনের নাম শোনা যাচ্ছে। তাঁরা হলেন, একদা অধীর চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বর্তমানে তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা সঞ্জু খান, শিক্ষাবিদ শহিদুল হোসেন, কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী ইব্রাহিম বাকি, বর্তমানে তৃণমূলের নেতা হুমায়ুন কবির। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন কপালে ভাঁজ পড়েছে অধীর চৌধুরীর। তার প্রধান কারণ হল, যদি মোট ভোট সংখ্যার আড়াই, তিন শতাংশ ভোট তৃণমূলের বাক্সে জমা পড়ে এবং বিজেপি প্রার্থী যদি যথেষ্ট ভাল সংখ্যক ভোট পান, তাহলে কিন্তু অধীর চৌধুরীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে। এরই পাশাপাশি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসা বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থীদের পক্ষে কতটা সফলতা পাবেন, সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

বহরমপুর সংসদীয় কেন্দ্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন। সেক্ষেত্রে অনেকটাই এবারেও অধীর চৌধুরীর অনুকূলে যাবে বলে আশা করা যায়। ঠিক এই জায়গায় কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ইতিমধ্যেই প্রায় দশ হাজার মাদ্রাসাকে তিনি সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখানে ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে অনেক সংখ্যালঘু ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণ করে তাদের আপনজন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

বিভিন্ন কারণে মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বহরমপুর অঞ্চলের প্রায় ৩০ শতাংশ কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তবে অধীর চৌধুরীর সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে অন্য কোনও দলের তুলনাই করা উচিত নয়। বামপন্থী দলগুলির মতো তিনি ব্লক ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আবেগের ওপর ভিত্তি করে এগোতে চাইছেন। তাছাড়া এলাকার মানুষ একদা কংগ্রেস নেতা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখে হুমায়ুন কবিরকে তাঁর অতীত কার্যকলাপের জন্য আদৌ বিশ্বাস করেন না। বহরমপুর শহরের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, অধীর চৌধুরী যতদিন সাংসদ থাকবেন, ততদিন তাদের নিরাপত্তার অভাব হবে না। কিন্তু পাশাপাশি একথা সত্যি, যে কোনওভাবেই হোক তৃণমূল কংগ্রেস বহরমপুর সংসদীয় কেন্দ্রে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভিন্ন আর একটি তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। তাহল, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মূল লড়াই হয়েছে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মধ্যে। সেখানে বেশিরভাগ জায়গায় সামান্য ভোট পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বদল হতে চলেছে। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন মহম্মদ আলি। তাঁর জায়গায় জেলার সভাপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করতে চলেছেন হরিহরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক নিয়ামত হোসেন। এই পরিবর্তনের ফলে তৃণমূলের কতটা লাভ হবে তা সময়ই বলবে। আর বহরমপুর সংসদীয় কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবেন তা জানার জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করতেই হবে।

সিপিএম কি সত্যিই এতটা দৈন্য হয়ে পড়েছে?

২০০৯ সালে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের এক রিপোর্ট বলছে

সাল	নারী নির্যাতন		ধর্ষণ		শ্লীলতাহানি	
	কলকাতা	রাজ্য	কলকাতা	রাজ্য	কলকাতা	রাজ্য
২০০৬	২৭৬	৭১৩৮	৩৮	১৬৭৩	১৭৩	১৬৬৪
২০০৭	২৯৬	৯৭৫১	৪৪	২০৬১	১৮৭	২০৯২
২০০৮	৪০৫	১৩৯০৯	৩৫	২১৫৩	২১১	২৫০৫
মোট	৯৭৭	৩০৭৯৮	১১৭	৫৮৮৭	৫৭১	৬২৬১

প্রথম পাতার পর

অবক্ষয় রোধ না পারলে এ কীটদের খতম করা প্রচারলোভী রাজনীতি বিদদের দ্বারা সম্ভব নয়। একাজ করতে পারেন সমাজতত্ত্ববিদ বা মনস্তাত্ত্বিকরাই। রাজনৈতিক ডামাডোলে তারাই আজ পিছনের সারিতে।

সে যাই হোক, রাজনীতি চলে গড্ডালিকা প্রবাহে। দীর্ঘ শাসনে থাকা যে সিপিএম অগণিত নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তারাই এখন পথে নেমে পড়েছে ধর্ষণের নিন্দায়। জনগণের বেজায় দায়! সবই সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। বানতলায় নারী নির্যাতনের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু ঘটনার গভীরতাকে তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ২০০৯ সালের ২৭জুলাইয়ের এক প্রতিবেদন বলছে ঝাড়গ্রাম শহরে এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল এক সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে ২৫ জুলাই। কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। ২৮ জুলাই লালগড় থানার মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। আজও তার কিনারা হয়নি। ওই বছরই আগস্ট মাসের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ক্যানিং থানায় পড়ে থাকা ৪১২টি কেসের মধ্যে ৬৩টি ছিল ধর্ষণের। কোনও কিনারা হয়নি।

এসব বিষয়ে পরিসংখ্যান এখন প্রত্যেকটি মানুষের ঠোঁটস্থ। তবুও রাস্তায় নামা চাই। শোরগোল করা চাই। সিপিএমে এখন বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিনে পচে যাওয়া মুখগুলো কী আর পাল্টানো যায়না? রেজ্জাক মোল্লা এই সব পক্ককেশ, ধোপদুরস্ত কমিউনিস্ট বাবুদের ব্যাখা দিয়েছেন দফতরী কমিউনিস্ট বলে, যারা দফতরে বসে বামপন্থী চর্চা করেন, মাঠের খবর রাখেন না।

রেজ্জাকের এই টিপ্পনি শুনতে মজা থাকলেও সত্যি বলেই মনে হয়। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া সিপিএম নেতারা ফুরিয়ে এসেছেন, না হলে এত দৈন্যতা কেন? কেন মাঠে নেমে মমতার ঢাক ঢোল পেটানো উন্নয়নের প্রচারের মোকাবিলা না করে ধর্ষণ নিয়ে কলকাতার রাস্তায় নামতে হয়। কেন নন্দন চত্বরে, কেন প্রত্যন্ত গ্রামে নয়। একদিকে মমতার উন্নয়নের বল্গাহীন প্রচার, অন্যদিকে সিপিএমের দৈন্যতা আগামী লোকসভা নির্বাচনে বামেদের নিঃশেষ করারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। মমতার প্রচারের আলোয় এখনও অন্ধকার আছে। এখন না পাওয়া, বঞ্চনা গ্রামেগঞ্জে হাহাকার তুলছে। তাদের পাশে দাঁড়াবে কে? বিরোধীরাই তো! কিন্তু কই, গ্রাম-গঞ্জের অগণিত নিপীড়িত মানুষগুলোকে নিয়ে উন্নয়নের রাজনীতির বদলে শুধু কলকাতায় বসে ভাষণ দিলে দৈন্যতা ছাড়া কিছুই প্রকাশ পায় না। কোথায় গেল বামেদের সেই সংগঠন যারা সরকারের অনুন্নয়নকে তুলে ধরবে। মানুষের পাশে দাঁড়াবে। সে সব বাম নেতারা এখন 'রেয়ার স্পিসিস'। তাদের আর দেখা যায় না। যারা ছিল তারা এখন রঙ বদলে গোছাতে গেছে অন্য দলে। এন চললে সূর্যবাবুদের নির্মূল হতে তার বেশি সময় লাগবে না। ধর্ষণ নিয়ে মাতামাতি না করে নির্বাচনের আগে জেলায় জেলায় গিয়ে সরকারের উন্নয়নের পাল্টা হোম ওয়ার্ক করুন। মমতার জেলা সফরের মত নিজেরাও জেলায় সময়ে কাটান। অনুন্নয়ন নিয়ে পাল্টা প্রচার গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। আলিমুদ্দিনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে কষা হিসেব নিকেশ সব মিথ্যা। তা না হলে মমতা ব্যানার্জি যে রাজনীতির ধারা চালু করেছেন তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বয়সের ভারে ন্যুব্জ বাম নেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর না পারলে ছেড়ে দিন। নতুনদের হাতে দিন। তাতে তবু দৈন্যতা কিছুটা কাটবে।

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি আবেদন

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আগামী ১৯-২৩ জানুয়ারি ২০১৪, পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন মেলায় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার একটি স্টল হবে। আপনার পত্রিকার প্রদর্শনীর জন্য শীঘ্রই আমাদের দফতরে আপনার পত্রিকা পাঠান।

আলিপুর বার্তা- ৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা - ২৭। দূরভাষ-৯৮৩০৮৫৪০৮৯

কলকাতায় দ্বিতল শৌচাগার, কেবলই অর্থের অপচয়

প্রথম পাতার পর

পিছিয়ে গেলে দেখা যায়, বছরখানেক পূর্বে যখন দ্বিতল শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হয়, সেসময় পুরকর্তারা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে, সারা ভারতের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম এ ধরণের শৌচাগার তৈরি হচ্ছে। তখন পুরকর্তারা আশ্বাস দিয়েছিলো এর ফলেই নাকি মহানগরীতে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের প্রবণতা কমবে। কিন্তু আজ মহানগরীতে ৩০টি দ্বিতল সুলভ শৌচাগার নির্মাণ হলেও পুরকর্তারা শত প্রচেষ্টাতেও তা চালু করতে পারছে না। কারণ, ওই বৃহদায়তন দ্বিতল ভবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোনও সংস্থাই নিতে চাইছে না। নিয়মমতো পুরসভা সুলভা শৌচাগার নির্মাণ করার পর কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব দেয়। তার বিনিময়ে পুরসভা সেই সংস্থা থেকে আয়ের একটা অংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু মহানগরীতে যে ৩০টি দ্বিতল শৌচাগার তৈরি হয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে কোনও এনজিও রাজি হচ্ছে না। সংস্থা বাছাই করতে টেন্ডার হলেও তাতে কেউ সাড়া দেয়নি। ফলস্বরূপ, নির্মিত শৌচাগারগুলি দীর্ঘদিন ধরেই তালাবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডসহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জনবহুল জায়গায় নির্মাণ না বওয়ায় ব্যবহারের সংখ্যা কম হওয়ার পরিচালন সংস্থা না পাওয়া যাওয়ায় একতলা সুলভ শৌচাগার দীর্ঘদিন তালাবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এ বিষয়ে বর্তমান বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ শ্রী সমাদ্দার জানান, 'শৌচাগারগুলি ১৮ ঘন্টা চালিয়ে যদি কোনও লাভ না হয়, তাহলে কোনও এনজিওরা দায়িত্ব নিতে রাজি হবে কেন? আবার শৌচাগারগুলি যে জায়গায় নির্মাণ হয়েছে, সেখানে পুরসভার একটা অংশ মিটিয়ে লাভের মুখ দেখার সুযোগ ভীষণ কম। সেজন্যই বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে সুলভ শৌচাগার পরিচালনার জন্য মেয়র পারিষদ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেই সূত্রেই স্বপনবাবু চেষ্টায় রয়েছেন যতশীঘ্র সম্ভব শৌচালয়গুলি মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার বিষয়ে।

ভেন্টিলেশনে সুচিত্রা সেন

প্রথম পাতার পর

চলছে আংশিকভাবে তিনি এখন হাঁপানিজনিত কারণে কষ্ট পাচ্ছে। তাঁর বুকে জল জমেছে, এক্স রে -র মাধ্যমে কয়েকদিন আগেই সে তথ্য জানা গিয়েছিল। এই মূহূর্তে তিনি মধ্য কলকাতার একটি প্রখ্যাত নার্সিংহোম ভর্তি আছেন। গত কয়েকদিন কখনও সখনও চিকিৎসায় সাড়া দিলেও মাঝে-মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল। বয়সজনিত কারণে তাঁকে কড়া ডোজের অ্যাটিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া যাচ্ছিল না। এছাড়া তাঁর শরীরে শর্করার মাত্রাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা শাসকের কার্যালয়

আলিপুর, দক্ষিণ-২৪ পরগণা

স্মারক নং- ০৩/কন/(আশা)/ডি.এম. তারিখ- ০৩.০১.২০১৪

চুক্তির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম/মৌজা/মৌজা সমুহে এক্রিডিটেড সোসাল হেলথ এক্টিভিস্ট (ASHA) শূন্য পদের জন্য নিয়োগের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়ার বর্দ্ধিত সময় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-৮১৪-কন/(আশা)/ডি.এম. তারিখ- ২৭.১২.২০১৩ অনুযায়ী উপরিউক্ত পদের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময়সীমা ছিল ০৩.০১.২০১৪ তারিখ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত।

এই সময়সীমা বর্দ্ধিত করে আগামী ০৮-০১-২০১৪ তারিখ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত করা হল। ইচ্ছুক প্রার্থীরা উক্ত বর্দ্ধিত সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে দরখাস্ত জমা দিতে পারবেন।

স্বাঃ

জেলা শাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

০৮/ ২/ জে.ত.স.দ /২৪ পরঃ (দঃ)/০৩.০১.২০১৪

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা,৪ জানুয়ারি-১০ জানুয়ারি, ২০১৩

অতিসক্রিয়তা ভাবমূর্তির ক্ষতি করছে

পরিবর্তনের বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী যখন নানাক্ষেত্রে সংস্কারের কাজে ব্যস্ত, বহুক্ষেত্রে সুফল ফলতে শুরু করেছে। ঠিক সেইসময়ই পুলিশের একাংশের অতি সক্রিয়তার কারণে সরকারের ভাবমূর্তি বারংবার ধাক্কা খাচ্ছে, কালিমালিপ্ত হচ্ছে রাজ্যের ভাবমূর্তি, নারীনির্যাতন নিয়ে অতি সম্প্রতি মধ্যমগ্রাম কাণ্ডে নিহত নির্যাতিতাকে নিয়ে যে প্রহসন হলো, তা আদৌ কাম্য ছিল না, স্যোসাল নেটওয়ার্কিং-এর দৌলতে সারা বিশ্বেই কলকাতা সম্পর্কে নারী নির্যাতন নারী নির্যাতন নগরীর মতো আখ্যায় জড়িয়ে যাচ্ছে, মেয়েটির মৃত্যুকালীন জবানবন্দি চেপে যাওয়ার নেপথ্য কারণ কি জাতপাত এই প্রশ্নেরও জবাব মেলে না, স্বরাষ্ট্রসচিব ঘটনাটিকে যেভাবে লঘু করতে চেয়েছেন, তাও অতি

দৃষ্টিকটু। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে হাওড়ার পুলিশ যেভাবে উপস্থিত সাংবাদিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, সাংবাদিকদের খবর ও ছবিতোলা ছাড়া অন্য কোনও কাজ ছিল না, তাঁরা বিরোধীদলের হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে যাননি, কিংবা তাঁরা সমাজবিরোধী নন, যে মারধর করতে হবে পুলিশকে।

মমতা প্রশাসনের কোনকোন ক্ষেত্রে মমতাহীনতা মানুষকে ব্যথিত করছে, কড়া হাতে এই অন্তর্ঘাত প্রবণতা বন্ধ করা জরুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি থেকে হরিমোহন ঘোষ কলেজ, পার্কস্ট্রিট, কামদুনি থেকে মধ্যমগ্রাম কাণ্ড সবেতেই যে অস্থিরতা পর্ব চলছে, তা একেবারেই কাম্য নয়। অবিলম্বে যাদের বিভিন্ন ইস্যুতে অতি সক্রিয়তার কারণে একের পর এক সরকারের শুধু নয়, মানুষের সম্মান ধুলিস্যাত করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

অমৃতকথা

১৫৫। বাপ এক ছেলেকে কোলে নিয়েছে, আর এক ছেলে বাপের হাত ধরে মাঠ দিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে একটা চিল দেখে যে ছেলে বাপের হাত ধরেছিল সে হাত ছেড়ে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে 'বাবা কেমন পাখি' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু হাত ছেড়ে দেওয়াতে হোঁচোট খেয়ে পড়ে গেল, আর যে ছেলে বাপের কোলে ছিল, সেও চিল দেখে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল, কিন্তু পড়লো না, কারণ বাপ তাকে ধরে আছে। প্রথমটি পুরুষকার, শেষটি নির্ভর।

১৫৬। গুরু মিলে লাখেলাখ, চেলা না মিলে এক। উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ পালন করতে পারে, এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়।

১৫৭। সূর্য্য-কিরণ সব জায়গায় সমান হোলেও জলের ভেতর, আরশিতে ও সকল রকম স্বচ্ছ জিনিসের ভেতর বেশি উজ্জ্বল দেখায়। ঈশ্বরের প্রকাশ সকল হৃদয়ে সমান হলেও সাধুদের হৃদয়ে যবেশি প্রকাশ পায়।

১৫৮। সকল পিঠের এঁথেল এক চালের গুঁড়োয় তৈরি হয়, কিন্তু পুর ভেদে পিঠে ভালো-মন্দ হয়ে থাকে। সকল মানুষের শরীর এক জিনিসে গড়া বটে, কিন্তু হৃদয়ের পবিত্রতা অনুসারে ভালো-মন্দ হয়ে থাকে।

১৫৯। ধর্ম্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে কেন?

আকাশের জল নির্মল ও পরিস্কার কিন্তু যখন ছাত ও নল দিয়ে রেরোয়, সেই রকম ঘোলা ও ময়লা হয়ে থাকে।

১৬০। নুনের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রে ফেলে দিলে নুনের পুতুল একেবারে গোলে যায়, তার আর অস্তিত্ব থাকে না।

কাপড়ের পুতুলে জল ঢোকে বটে, কিন্তু সে জলের সঙ্গে মেশে না, ইচ্ছা করলে তাকে জল থেকে ভিন্ন করা যায়। পাথরের পুরুলে জল কোনও মতে ঢোকে না। মুক্ত জীব নুনের পুতুলের মতোন, সংসারী জীব কাপড়ের পুতুলের সমান, আর বদ্ধ জীব পাথরের পুতুলের মতোন।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ঘরে বসে রাজনীতি করার দিন শেষ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

ভারতের রাজনৈতিক আঙ্গিনায় সাম্প্রতিককালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টির উত্থান পুরো নিজের কেন্দ্রে তো দূরের কথা কোথাও জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন না। একবার জিততে পারলে কমপক্ষে সাড়ে চার বছর ছুটি পাওয়া যেত। শেষের ছ'মাসে আবার তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রে দেখা যেত। কিন্তু অরবিন্দ

কেজরিওয়ালদের মতো কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রবল। কিন্তু এতদিন কে শুনছে কার কথা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে ২৪ ঘণ্টা কাটেনি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নিজ নিজ দাবি দাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছেন অগণিত মানুষ। এই ধরনের প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে 'আপ'-এর দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই। দলের কাণ্ডারীর ঘোষণা অনুযায়ী নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিধায়কদের সবাই রামলীলা ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মেট্রোরেল চড়ে। অরবিন্দ বলেই দিয়েছেন, কেউ গাড়িতে লালবাতি লাগাবেন না, সরকারি বাংলোয় থাকবেন না। তবে তিনি সমর্থকদের বলেছেন, ৭-১০দিন সময় দিন। কোনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। আমরা সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়েছি।

এদেশে কিছু স্বয়ম্ভু রাজনৈতিক বিশেষ অজ্ঞরা পান থেকে চুন খসলেই বলে দেন, ওদের দিয়ে কিছু হবে না। ক'দিন টেঁকে দেখুন। তারপর ভাবা যাবে। আসলে মানুষের উত্থানকে পরখ করার মতো শক্তি তাদের নেই। মূলত এইসব বিশেষ অজ্ঞরা তথাকথিত বামপন্থী মুখোশ পরে থাকেন আর তাদের দল পপাতধরণীতলে প্রবেশ করলেও দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে ভাবেন, আমরাই আবার ক্ষমতায় ফিরে আসব। বর্তমানে বামপন্থীদের প্রকৃত অবস্থা কি, তার বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে হাওড়ার

ছবিঃ সৌজন্যে গুগুল নেটওয়ার্ক

একটি ওয়ার্ডে জলের পাইপে। আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে বিশাল জলের পাইপ থাকা সত্ত্বেও বাসিন্দারা কোনদিন জল পেতেন না। সম্প্রতি হাওড়া পৌরসভার নবনির্বাচিত স্থানীয় পুরপিতার উদ্যোগে কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ওই জলের পাইপের মধ্যে বিশাল শেকড় গজিয়ে গেছে। সেই শেকড় টেনে বের করার পরেই প্রবল বেগে জল পড়তে শুরু করেছে।

সম্প্রতি কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের কাজ করার মানসিকতা , অকর্মণ্য, লোভী, অসাধু নেতাদের স্বার্থে ঘা বসিয়ে দিয়েছে। এই প্রবণতা শুরু হয়েছিল'৭৭ সাল থেকে। একটা সাইকেলকে সর্বস্ব করে রায়বেরিলির গ্রামে ঘুরে রাজনারায়ণ হারিয়ে দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় কতদিন থাকবে-এধরনের আলোচনায় একবার জনৈক এক কমরেড ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ২০৮৪ সালে এধরনের একটা ক্ষীণ আশা আছে। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আর প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বামফ্রন্ট বেশ কয়েকটি নির্বাচনে জিতেছে বলপ্রয়োগ করে আর ভয় দেখিয়ে। কিন্তু তারা কোনওদিন মানুষের মন বোঝেনি বা বুঝতে চায়নি ফলে যেদিন এক লহমায় তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল, সেদিন হতাশ হওয়া

হেলিকপ্টারে আসার সময় দেখছেন, মাইলের পর মাইল পথ মানুষ হেঁটে আসছেন সভায় যোগ দিতে। জানা নেই তারা পৌঁছতে পেরেছেন কিনা। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না মানুষ আসছেন কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সুশাসনের প্রত্যাশায়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কখনও একই আসনে বসে রাজ্য শাসন করা তাঁর ধাতে সয় না। প্রায়শই তিনি চষে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত। মাঝে মধ্যে বসছেন রাজের মন্ত্রী আমলাদের সঙ্গে, উন্নতি কতটা হয়েছে জানতে। প্রয়োজনে তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের ডানা ছেঁটে দিতেও তিনি কসুর করছেন না। তিনি পরিষ্কার করে বার্তা দিচ্ছেন, কাজ করলে থাক , না করতে পারলে বিদায় নাও। কারণ একটাই, রাজ্যের তথা দেশের মানুষ তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন। ঘটনাচক্রে, মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক গুতোয় সিপিআই(এম) -এর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কংগ্রেসের তো সাইনবোর্ড টাঙানোর জায়গা খুঁজতে গিয়ে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। আর বিজেপি মাঝে মাঝে শুশুকের মতো ভেসে উঠে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। তবুও তারা বুঝতে পারছে বেশিদিন আর এভাবে চলতে পারে না। চলবেও না।

জেলার খবর

ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি তৈরির প্রতিবাদ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি গড়ে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন সুন্দরবনে হেদিয়া-মৌখালি চড়ের স্থানীয় বাসিন্দরা। তাদের অভিযোগ, হেদিয়া -মৌখালি চড়ে ২০১৩ সালের মে মাসে নদী বাঁধ

সংরক্ষণের জন্য জাতীয় মৎস্যজীবী সংগঠন ন্যাশনাল ফিস ওয়াকার্স ফোরাম ও দিশা (পরিবেশ সংগঠন) এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় ২৫ হাজার ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হয়েছিল। এখন প্রায় ২-৩ফুট হয়েছে ম্যানগ্রোভগুলি। ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি তৈরি চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ভেড়ি তৈরির কাজ বন্ধ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

এবিষয়ে সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিভাগীয় দফতরে গুরত্বের সঙ্গে এই বিষয়টির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। মৎস্যজীবী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক মিহির মণ্ডল জানিয়েছেন, ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি তৈরি চেষ্টা করছে বাম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। দোষীদের অবিলম্বের গ্রেফতারের দাবি তোলা হচ্ছে।

নতুন দল তৈরি করছেন রেজ্জাক মোল্লা

সিপিআই(এম) এমন একটি দল যার ভেতরে ভাঙন বাইরে সাধারণত প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। একথা বোধ হয় বলা দিন শেষ। তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে, আজ থেকে এগারো বারো বছর আগে। সেই সময় প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতা সুভাষ চক্রবর্তী দল ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ করে ফেলেছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর নতুন দলের বিষয়ে আমজনতাকে জানানোর জন্য শহিদ মিনার 'বুক' করেছিলেন। তবে প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসু'র বিশেষ অনুরোধে তিনি দল ছাড়েননি।

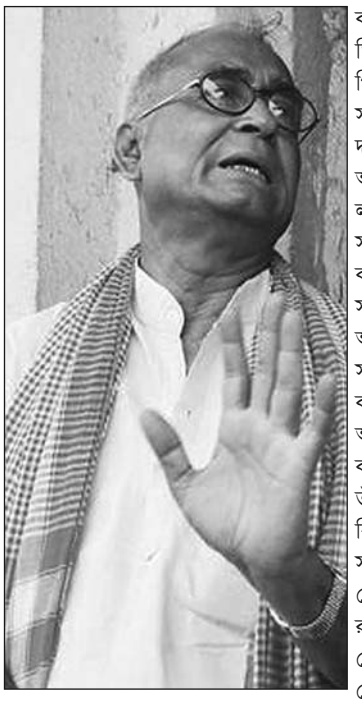

এবার আবার ভাঙনের মুখে সিপিআই(এম) দল। ১লা জানুয়ারি থেকে রেজ্জাক মোল্লা তাঁর নতুন দলের কাজ শুরু করেছেন। নতুন দলের নাম দিয়েছেন সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ। রেজ্জাক মোল্লা জানিয়েছেন, এই মঞ্চে সতেরোটি অরাজনৈতিক সংগঠন যোগ দিয়েছে। ভবিষ্যতে এই মঞ্চ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মূলত দলিত ও পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের নিয়েই এই সংগঠনের কাজ আবর্তিত হবে। দলের মূল্য লক্ষ্য, সরকারি আমলাতন্ত্র ও উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে লড়াই করা। ইতিমধ্যেই মাতুয়া, পথ সঙ্কেত, দলিত মঞ্চের মতো বেশ কয়েকটি সংগঠন তাদের মঞ্চের সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করেছে। আগামী ৭ জানুয়ারি রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। আপাতত সামাজিক সংগঠন হিসেবে কাজ করবে এই সংগঠন। তবে তাঁরা পরিকল্পনা করেছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবেন। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে রেজ্জাক মোল্লা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সময় অত্যন্ত শ্লেষাত্মক ভাষায় সিপিআই(এম) নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। তবে এও জানিয়েছেন, দল যতক্ষণ না তাঁকে তাড়িয়ে ততক্ষণ তিনি সেখানেই থাকবেন।

মমতাকে পাকিস্তানে যাবার আমন্ত্রণ

যখন কখনও কখনও পাহাড় মহম্মদের কাছে ছুটে আসে , তখন সাময়িকভাবে হলেও তা কিছুটা হতবাক লাগে বৈকি। অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত সলমন বশির কলকাতায় এসে নবান্নে দেখা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাকিস্তানে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি ছাড়াও তিনি বিহারে প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও নীতীশ কুমারকে তাদের দেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশ্ন উঠেছে, কেন বিদায়ের আগে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মমতা ব্যানার্জিকে তাদরে দেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন? অনেকের মতে, পাকিস্তানে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণটা খুবই স্পষ্ট।

সলমন বশির

মমতা ব্যানার্জি

ইদানিংকালের রাজনীতির গতিবিধি অনুধাবন করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, লোকসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠন করার সময় মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস নির্ণায়কের ভূমিকা নেবেন। অন্যদিকে, এতদিন এই রাজ্যে বামপন্থী শাসন থাকার জন্য পাক কর্তৃপক্ষ হয়ত এই রাজ্যের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যদিকে, সলমন বশিরের প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আতিথেয়তায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাও অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। কেউ কেউ এই ঘটনা ঘটার পর রাখঢাক না করেই বলেছেন, তাহলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে,মমতা ব্যানার্জি আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর দেশের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

> **লোকসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠন করার সময় মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে পারেন।**

মধ্যমগ্রামে ধর্ষিতার মৃতদেহ নিয়ে রাতভর রাজনীতি

২০১৪ সালে প্রবেশ করার মুহূর্তে বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছিল, আমরা কি সত্যিই কোনও সভ্যদেশে বাস করছি? মধ্যমগ্রামের একটি পনেরো বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ করার পর যখন সে ও তার মা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করে, তখন তাকে আবার গণধর্ষণের শিকার হতে হয় এবং অপঘাতে মৃত্যুর পরে তার বাবা-মাকে এই রাজ্য ছেড়ে বিহারে চলে যেতে বলা হয়। শুধু তাই নয়, গরিব এই পরিবারটির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রচার করে দেওয়া হয়, মেয়েটি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে ওই ধর্ষিতার জবানবন্দি নিলে জানা যায়, দুষ্কৃতীরা যখন তার বাব-মা ঘরে ছিল না, তখন সেই একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপরেও ধর্ষিতার মৃতদেহ নিয়ে প্রশাসনের পক্ষে যে করেই হোক , অবিলম্বে দেহ সৎকার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি নিমতলা শ্মশানে নিয়ে যায়। অথচ তাদের হাতে 'ডেথ সার্টিফিকেট' ছিল না। পরের দিন অনেক টালবাহানার পর নির্যাতিতার বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে তার দেহ সৎকার করা হয়। খুব স্বাভাবিক নিয়মে বিষয়টির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে যায়। আসরে প্রত্যক্ষভাবে নেমে আসে সিপিআই(এম) । ঘরের ভেতরে আড়াল থেকে মেঘনাদের মতো বাইট দেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য।

গত ২৫ অক্টোবর মধ্যমগ্রামের কাছে বাদু রোডের পাশে একটি মাঠের ধারে ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়। মায়ের সঙ্গে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়ে বাড়ি ফেরার পর দুষ্কৃতীরা আবার তাকে ধর্ষণ করে। এরপর থেকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রবল চাপ আসতে থাকে। ধর্ষিতা অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত ছোট্টু সহ সাতজনকে গ্রেফতার করে। ছোট্টুকে বাঁচানোর জন্য তার শাকরেদরা কিশোরীর পরিবারকে ভয় দেখানোর পর, বাধ্য হয়েই ওই কিশোরী ও তার বাবা-মা, মধ্যমগ্রামের বাড়ি ছেড়ে দমদম বিমানবন্দরের পিছনে আড়াই নম্বর গেটের কাছে শীলপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নেয়। দুষ্কৃতীরা সেখানে থেকেও তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করে। গত ২৩ ডিসেম্বর ছোট্টুর শাকরেদ মিণ্টু ও রতনশীল ওই কিশোরীর বাড়িতে হানা দেয়। ভয় পেয়ে ধর্ষিতার মা পাড়ার টেলিফোন বুথ থেকে স্বামীকে ফোন করতে ছুটে যান। তিনি বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর মেয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় তীব্র আর্তনাদ করছে। প্রতিবেশিরা আগুন নিবিয়ে ফেলার পর তাকে আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, অথচ সেখানে কোনও 'বার্ন ইউনিট'-এর অস্তিত্ব নেই। ৩১ ডিসেম্বর দুপুর দেড়টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। প্রশ্ন একটাই এত সাহস দুষ্কৃতীরা পেল কোথা থেকে? মধ্যমগ্রামের পুলিশ কি ঠুঁটো জগন্নাথ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এদের মদত দিচ্ছে কারা এবং কোন রাজনৈতিক দল। বার বার ধর্ষিতা হওয়ার পর প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালে তা দুষ্কৃতীরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারছে কি করে? শাসকদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের চার্জশিট পেশ করা হয়েছে।

ভয়ঙ্কর ঘটনা হল, ধর্ষিতার মৃত্যুর পর তার বাবা-মাকে বর্তমান 'বাসা'ছেড়ে বিহারে চলে যাবার জন্য দুষ্কৃতীরা প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। এখানে কি এখন জঙ্গলের রাজত্ব চলছে-এ প্রশ্ন মুখে মুখে ঘুরছে বাংলা মানুষজনের। একটি সূত্রের খবর, বিহার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কয়েকজন সিনিয়র অফিসার বিষয়টি নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসছেন এবং তারা ওই নির্যাতিতার পরিবারকে এক লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে, সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে একই অঙ্ক টাকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা চেষ্টা করছেন, নির্যাতিতার বাবা-মাকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কাছাকাছি কোনও জায়গায় একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য।

■ *নারদ গায়েন*

সিএলটি'র সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিশুদের সংস্থা মিঠু এবং চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটারের উদ্যোগে সিএলটি'র ৬২তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত ২০ ডিসেম্বর কলকাতার অবন মহলে। প্রসারভারতীর সিইও জহর সরকার এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। সংস্থার সম্পাদক শুক্লা ভট্টাচার্য এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের কথা ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সিএলটি শিশুদের টুনটুনি ও নাপিত গল্পপাঠ দর্শকদের প্রশংসা কেড়ে নেয়। এছাড়া শিশুদের একের পর এক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মন ভরিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদের চিত্রপদর্শণী। বিশেষভাবে নজর কাড়ল প্রতিবন্ধী শিশুদের আঁকা একগুচ্ছ ছবি।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলা নিখিলবঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা ২০১৪

১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

স্থান : সামালি, মনসাতলা, বিবেকনিকেতন, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মেলার স্টল এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ- ৯৮৩০৮৫৪০৮৯ অথবা ৯৮৩০২৮৪৯৯২।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

লবটুলিয়া বইহারের আরণ্যক ভূমি থেকে বুনিপের পদচারণায় ত্রস্ত চাঁদের পাহাড়ের অভিযান কথা সবই বিভূতিভূষণের কলমে রূপায়িত হয়েছিল সাঁওতাল পরগণার এই গৌরীকুঞ্জে বসেই। সেই মহানস্রষ্টার পদচারণায় ধন্য এই ছোট্ট শহরটি শীতের কনকনে হাওয়ায় হয়ে ওঠে পর্যটকদের স্বর্গ। কিছুদিন আগেও ঘাটশিলা-গালুডির আশেপাশের অরণ্যের বেশকিছু অংশ ছিল মাওবাদী জঙ্গিদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। সেইসময় পর্যটকদের আনাগোণাও কমে গিয়েছিল। এবার স্থানীয় মানুষেরা বলছেন, এখন শান্তি ফিরে আসায় গত শীত থেকে আবার ঢল নেমেছে পর্যটকদের। সেই পরিক্রমার কথা *স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের* কলমে ও সঞ্জীব মুখার্জির ক্যামেরায়।

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা

গত সংখ্যার পর

ঘাটশিলা রেল স্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই ফুলডুংরী পাহাড়। ছোট্ট পাহাড়, খুব বেশি হলে হাজার ফুট উঁচু হবে। পুরো শাল গাছের বনানীতে ভরা। পাহাড়ের গা বেয়ে লাল নুড়ি পাথরের সর্পিল সুঁড়ি পথ ধরে ওপরে উঠে যাওয়া যায়। ওপর থেকে নীচের দৃশ্য অতীব নয়ন মনোহর। পুরো ঘাটশিলা শহর আর হিন্দুস্তান কপারের কারখানা একটা ছবির ফ্রেমের মতো দেখায়।

এরপর চলে এলাম বুরুডি লেক। ঘাটশিলা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তরে বুরুডি লেক ঝাড়খন্ড রাজ্যের একটি বিখ্যাত পর্যটন স্থান। রাস্তা ভাল, প্রায়, আধ ঘন্টা সময় লাগল পৌঁছতে। বুরুডি ড্যাম নির্মাণের সময় ড্যামের পেছনের দিকে এই জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। লেকের চারপাশের ছবির মতো পাহাড়ের সারি আর ঘন বনানী পর্যটকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। আর বিশেষ করে সূর্যাস্তের দৃশ্য ভোলা যায় না। যদিও আমাদের নজরে পড়েনি, বনবিভাগের নথি অনুযায়ী বুরুডি লেকের চারপাশের জঙ্গলে প্রায়ই নকি হাতির দল ঘোরা ফেরা করতে দেখা যায়। এদের পরিক্রমা পথ দলমা পর্বতশ্রেণী অবধি বিস্তৃত। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য লেকে মোটর বোটিং এবং ব্যবস্থা রয়েছে। বেশ খানিক্ষণ আমরা বোটিং করে রেষ্টুরেন্টে গরম গরম চা পকোড়া খেয়ে ধারাগিরি জলপ্রপাতের দিকে রওনা দিলাম।

বুরুডি লেক থেকে ঘন জঙ্গলের রাস্তা ধরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার গেলে পড়বে বাসা ডেরা নামের একটা সাঁওতালদের গ্রাম আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট নদী। নদীতে জল বিশেষ ছিল না তাই পাথরের ওপর পা রেখে রেখে পার হয়ে গেলাম। সঙ্গে গ্রাম থেকে একটি সাঁওতাল ছেলেকে নিয়েছিলাম পথ দেখাতে। শুনলাম ওখানেও নাকি মাঝে মাঝে হাতি বেরোয়। প্রায় ২০-২৫ ফুট হবে জলপ্রপাতটি। চারপাশে গভীর জঙ্গল আর তারণ মাঝে জলের বাড়ি, ওপরে শুকনো খড়ের ছাদ, কেউ কেউ আবার জঙ্গলের শুকনো পাতাও ব্যবহার করেছে। দেয়ালগুলো সব মোটা মোটা ফলে ঘরের ভেতরটা বাইরের তুলনায় বেশ ঠান্ডা। সব বাড়িরই দেয়ালগুলো লাল, নীল আর সবুজ রঙে রাঙ্গান। উঠোনগুলোও পরিস্কার, গোবর জলে লেপা। উঠোনের এক কোণে গরু-বাছুর কিংবা ছাগল বাঁধা রয়েছে আর আরেক কোণে একটি ঢেঁকি আর একটা ধানের মরাই রয়েছে। সব মিলিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের গরিব বলে মনে হল না। একজন বর্ষীয়ান লোকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল যে গ্রামের বেশির ভাগ লোকই জাদুগোড়া ইউরেনিয়াম মাইনসে কাজ করে আর কিছু লোক, বিশেষত মেয়েরা পাহাড়ের কোণে খাঁজে ধান বা সবজির চাষ করে। যে ছেলেটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, সেই তার বাড়ি থেকে চা বনিয়ে নিয়ে এল আমাদের জন্য। ওদের আতিথেয়তায় সত্যিই মুগ্ধ হলাম। ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে, আমরাও ক্লান্ত আর দেরি না করে

ঝাড়খণ্ডে তামার খনি

ভবনে ফিরে এলাম।

এল বিজয়া দশমী। চারিদিকে বিষণ্ণ পরিবেশষ আজ আর দূরে কোথাও যাব না ঠিক করলাম। সকাল আটটা নাগাদ স্নান সেরে ঘাটশিলার রঙ্কিনী কালিবাড়ীতে পুজো দিয়ে স্টেশনের কাছেই একটা হালুইয়ের দোকানে গরম গরম কচুরি আর জিলিপি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। গণেশের অটো আমাদের সঙ্গেই ছিল। ও আমাদের নিয়ে এল স্টেশন থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে একটা ছোট্ট টিলার কাছে যেখানে একটা পাথরের চাঁইয়ে পাঁচটা মানুষের মত প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরে মতে এগুলো মহাভারতের পাঁচজন পান্ডবদের প্রতিকৃতি, তাই এই জায়গার নাম পঞ্চম পান্ডব।

এবার চলে এলাম স্বনামধন্য লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি দেখতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানেন না উভয় বাংলায় এমন লোক খুব কম। ওঁর লেখা ১৬ খানি উপন্যাসগুলির মধ্যে আরণ্যক, পথের পাঁচাল, ইছামতী, অশনি সংকেত, আদর্শ হিন্দু হোটেল, চাঁদের পাহাড় ইত্যাদি তুলনাহীন। জীবনের শেষ দিকে উনি ঘাটশিলার এই বাড়িতে থাকতেন এবং এখান থেকেই উনি অনেক উপন্যাস এবং ছোট গল্প লিখেছেন। ১৯৫০ সালের পয়লা নভেম্বর উনি এখানেই মারা যান।

বর্তমানে ঝাড়খণ্ড সরকারের দ্বারা বাড়িটির আপাদমস্তক সংস্কার হয়েছে বলে জানা গেল। আগে যেখানে জীর্ণকায় দেয়ালের ওপর খড়ের ছাউনি দেওয়া ছিল, সেটা এখন মজবুত দেয়াল এবং টালির ছাদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জমি ঘিরে ইঁটের পাঁচিল আর লোহার গেট বসানো আর একজন কেয়ারটেকার রয়েছেন।

সেদিন আর কিছু দেখার ছিল না। গণেশ বলল, 'বিকেলের দিকে একবার সুবর্ণরেখার পাড়ে গিয়ে দুর্গা ঠাকুর ভাসান দেখে আসুন না।'

বাকি রইল মৌভাণ্ডারের তামার কারখানটা দেখা। পরেরদিন সকাল ন'টায় সুজন কারখানার গেটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রথমেই সুজন আমাদের ওর অফিসে নিয়ে গেল আর চায়ের সহযোগে তামা তৈরির ইতিহাস বর্ণনা করে আমাদের জন্য কৌতুহল বাড়িয়ে দিল।

শুনে হয়ত অবাক হবে, খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগেই তামার আবিষ্কার হয়েছিল। ধাতুর সঙ্গে টিন মিশিয়ে প্রথমে কাঁসা পরে দস্তার সংমিশ্রণে পিতল তৈরি করতে শেখে। প্রথম প্রথম এই ধাতুগুলি দিয়ে নানা রকম গয়নাগাটি এবং অস্ত্রসস্ত্র তৈরি হত। পরে আণুমানিক ১৮ শতাব্দীতে তামা এবং এর মিশ্র ধাতুগুলির ব্যবহার বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পে বৃদ্ধি পায়। তামা একটি চৌম্বক শক্তি বিহীন, নমনীয় এবং বিদ্যুৎ পরিবহনে খুবই সমর্থ ধাতু হওয়ায়, বর্তমান জগতে বিদ্যুৎ শিল্প এবং বিদ্যুৎ চালিত উপকরণে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

সুজন বলল, 'আজ ঘাটশিলার খ্যাতির প্রধান

এরপর নয়ের পাতায়

গালুডি ব্যারেজের ওপরের সেতু

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা

আটের পাতার পর

কারণই হল তামার খনি এবং কারখানা। সুবর্ণরেখা নদীর ধার ঘেঁসে ১৯৩০ সালে ইন্ডিয়ানকপার কর্পোরেশন নামের একটি বিলিতি সংস্থা এই তামার কারখানার প্রতিষ্ঠা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

করে। জায়গাটার নাম 'মৌভান্ডার'। কারখানার চারপাশ ঘিরে কর্মী এবং আধিকারিকদের বাসস্থান তৈরি হয়। যে খনিজ পদার্থ থেকে তামা নিষ্কাশিত হয়, তার নাম চ্যালকোপাইরাইট। মৌভান্ডারেই পাঁচ থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত কয়েকটি খনি থেকে চ্যালকোপাইরাইট সংগ্রহ করে কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় যথাযথ শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তামা এবং অন্যান্য ধাতু নিষ্কাশনের জন্য। এই খনিগুলিও ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের মালিকানাভুক্ত ছিল। ১৯৭২ সালে কারখানা এবং সমস্ত খনিগুলিকে জাতীয়করণ ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিন্দুস্থান কপার লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। চ্যালকোপারাইটে তামার পরিমাণ থাকে শতকরা১-২ ভাগ মাত্র। সেখান থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শতকরা ৯৯ দশমিক ৯৯ভাগ বিশুদ্ধ তামা বার করে নেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের দৈনিক বিশুদ্ধ তামা উৎপাদনের ক্ষমতা গড়ে প্রায় ১৬ হাজার টন।

চা খাওয়ার পর আমরা সুজনের সঙ্গে কারখানাটা ঘুরে দেখতে বের হয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতেই সুজন আমাদের চ্যালকোপাইরাইট থেকে তামা নিষ্কাশনের পুরো প্রক্রিয়াটা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিল।

আমরা শুরু করলাম সুর্বণরেখা নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত কনসেনট্রেশন প্লান্ট থেকে। এখানে প্রথমে বিভিন্ন খনি থেকে সংগৃহীত চ্যালকোপাইরাইটের বড় বড় টুকরোগুলিকে মেশিনের সাহায্যে ভেঙে ছোট ছোট টুকরো এবং শেষ পর্যন্ত মিহিগুড়ো করে নেওয়া হয়। তারপর এই গুড়ো চ্যালকোপাইরাইট,পাইন অয়েল, এমিল জ্যানথেট নামক একটি রাসায়নিকের সঙ্গে জলে ভাসিয়ে রাখা হয় আর তার মধ্যে মেশিনের সাহায্যে ক্রমাগত প্রচুর পরিমাণে হাওয়া অর্থাৎ অক্সিজেন মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে চ্যালকোপাইরাইটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কপার সালফাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ জলের ওপরে কাদার মত ভেসে ওঠে আর সেটা ওপর থেকে তুলে নেওয়া হয় যাকে বলা হয় কপার কনসেনট্রেট। এই কনসেনট্রেটের মধ্যে বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ শতকরা প্রায় ২০ ভাগের মত চলে আসে।

কনসেনট্রেশন প্লান্ট থেকে আমরা চলে এলাম মূল কারখানায় অবস্থিত ফ্ল্যাশ স্মেলটার প্লান্টে। এখানে একটি বিরাটাকার চুল্লিতে কপার কনসেনট্রেট অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে ১১০০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমান অবধি গরম করে গলান হয়। সঙ্গে পরিমাণ মত চুনা পাথর এবং বালি মেশান হয়। এই প্রক্রিয়ায় চুল্লির ভিতরে গলিত তামা নীচে থিতিয়ে যায় আর তার খাদ হাল্কা হওয়ার জন্য ওপরে ভেসে ওএঠ। চুল্লির মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফুটো দিয়ে খাদ বার করে নেওয়া হয় আর একদম নীচের ফুটো দিয়ে গলিত ধাতু বার করে নিয়ে যাওয়া হয় কাস্ট হাউস নামে লাগোয়া একটি প্লান্টে। কাস্ট হাউসে আবার কতগুলি চুল্লিতে এই গলিত ধাতু কিছু বড় বড় শাল গাছের সঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয়, আর সময় উত্তীর্ণ হলে গলিত ধাতু কতগুলি চতুঃস্কোণ ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়। এগুলিকে বলা হয় অ্যানোড। ছাঁচের অ্যানোডগুলি ঠাণ্ডা হলে নিয়ে যাওয়া হয় আর একটি প্লান্টে যার নাম ট্যাঙ্ক হাউস।

ট্যাঙ্ক হাউসে লাইন দিয়ে অনেকগুলি সিমেন্ট কংক্রিটের গামলা সাজান আছে যার ভিতরে পর পর কতগুলি প্রায় ইঞ্চি খানেক মোটা চতুঃস্কোণ বিশুদ্ধ তামার পাত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় ক্যাথোড। গামলাগুলির ভিতরটা সীসার পাত দিয়ে মোড়া আর সালফিউরিক অ্যাসিডে ভরা। প্রত্যেকটা ক্যাথোডের পাশে পাশে কাস্ট হাউস থেকে আনা অ্যানাডগুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আর গামলার ভিতরে ইলেকট্রিক কারেন্ট চালিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে ইলেক্ট্রোলিসিস বলা হয়। এর ফলে প্রত্যেকটা অ্যানোড থেকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ তামাটুকুই বেরিয়ে এসে পাশে ঝোলান ক্যাথোডের গায়ে প্রলেপের মত জমা হয়। পরে ক্যাথোডের গা থেকে জমা তামা খুলে নিয়ে আবার গলিয়ে বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ধাতুপিণ্ডে

বিভূতিভূষণের বাড়ি, সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির কেয়ারটেকার

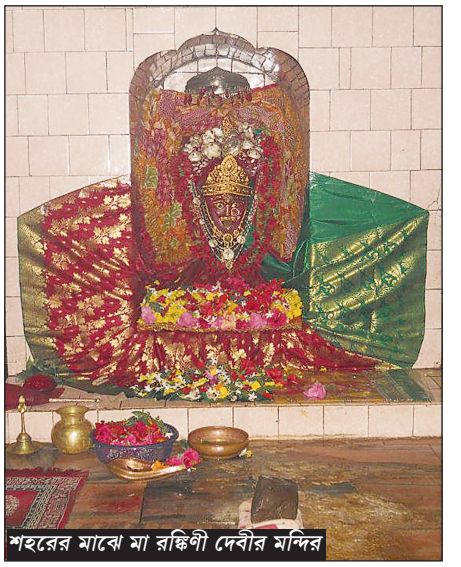

শহরের মাঝে মা রঙ্কিণী দেবীর মন্দির

যে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই বিনাশ করছে তাই নয় মাঝে মাঝেই খাদের কিছু অংশ নদীতে প্রবাহিত হয়ে তার জলকে দূষিত করছে। আর তার চেয়েও মারাত্মক হল বায়ুদূষণ। সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্ট থেকে নির্গত সালফার-ডাই অক্সাইড কিংবা সালফার-ট্রাই অক্সাইড গ্যাস সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করছে এবং তার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে আশেপাশের জীব এবং গাছপালার ওপর পড়ছে। বায়ু চলাচলের ওপর নির্ভর করে যখনই কেউ ওই গ্যাসের কবলে পড়ে, হয় তাকে রুমালে নাক ঢাকতে হয় নতুবা কাশি শিকার হতে হয়। একইভাবে যখনই কোন গাছপালা ওই গ্যাসের সংস্পর্শে আসে তাদের পাতাগুলি নুইয়ে যায় আর গ্যাস চলে গেলে আবার ধীরে ধীরে সেগুলি আরোগ্য লাভ করে কিছুটা আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এরকম প্রতিদিন চলতে থাকে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রভাব জীব এবং উদ্ভিদের জীবণীশক্তির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। তবে কিছুটা স্বস্তি, যে ঘাটশিলা শহর কারখানার উত্তর-পূর্ব দিকে যথেষ্ট দুরত্বে থাকায় এই মারাত্মক গ্যাসের প্রভাব এখানকার বাসিন্দাদের ওপর পড়ে না। সুজন জানাল হিন্দুস্থান কপার নাকি এই পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন এবং এর দূরীকরণের জন্য নানা রকম গবেষণা করে চলেছে। যাই হোক, প্রথম ক'দিন এত সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শেষদিনে এ ধরনের পরিবেশ দূষণ দেখে খুবই দুঃখ পেলাম। এবার বাড়ি ফেরার পালা। বিভূতি ভবনে ফিরে জামা কাপড় গুছিয়ে নিলাম। তারপর যুগলের রান্না দু রকমের মাছের ঝোল সহযোগে তৃপ্তির সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সেরে ঘাটশিলা স্টেশন থেকে ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা রওনা দিলাম।

যাওয়া আসার পথে পথে

একটা লম্বা রাস্তা চলছি। অনেক দেখছি, আর শিখছিও। সেই দেখা-শেখার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিভাগে। যেখানে পথ চলতি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের জীবনের বৃহৎ কোন অনুষঙ্গ।

দীপক বড়পণ্ডা

সেদিন রবিবার। ট্রেনে বসেছি। ছুটির দিন, তাই ট্রেনে অন্যদিনের তুলনায় কম ভিড়। কামরার ভেতর একজন বললেন, 'কাল দত্তপুকুরে কালী মন্দিরে চুরি হয়েছে। কাপড়চোপড়, থালা বাটি, গয়নাগাটি সবকিছু নিয়ে গিয়েছে। দেবী কিন্তু খুব জাগ্রত।' আমার সামনে বসা এক মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, খুব জাগ্রত বটে! এতটা জাগ্রত যে কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়ে গেল, উনি কিছু টের পেলেন না। আর কিছু করতেও পারলেন না।' যাকে উদ্দেশ করে বলা, সেই ভদ্রলোক কুঁকড়ে গেলেন। ধর্ম ভয়ে বললেন, 'দেখবে, চোরকে এর শাস্তি ঠিক পেতেই হবে। এই চুরির পাপের ভার অন্য অনেক চুরির থেকে বেশি।'

মধ্য তিরিশের মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'পাপের ভার মানে? পাপ-পুণ্য ওজন করা যায় নাকি? আর ওজন না করা গেলে, তার কোনও অস্তিত্ব থাকে না।' ভদ্রলোক গুটিয়ে গেলেন। আর কথা বাড়ালেন না। কিন্তু মহিলা চুপ করলেন না।

একটু অন্য কথায় চলে গেলেন। বললেন, 'আমাদের ফ্যাক্টরির শ্যামলীতো এখন বিয়ে করে বেশ সুখে আছে। একটা বাচ্চা হয়েছে। সে ক্লাস ফাইভে পড়ছে। আর ওকে যখন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন শ্যামলী বল্ল, 'এর আগে আমার দুটো বর ছেড়ে গিয়েছে। সংসার চালানোর জন্য মাঝে মাঝে এদিক ওদিক লাইন বাড়ি (যৌন পেশা) যেতে হয়। সব ভেবে দেখ বিয়ে করবে কিনা? সব খোলাখুলি বললাম। নয়তো এদিক ওদিক শুনবে আর মাথা গরম করবে, বাপু সেটি হবেনি।' শ্যামলীর বর রাজি হয়েছিল। বলেছিল, 'বিয়ে করলে তোমাকেই করব।'

একদিন শ্যামলী ওর বরকে দুটো একশ টাকার নোট দিয়ে বলল, 'বলতো এর মধ্যে কোনও টাকাটা ফ্যাক্টরির রোজগারের, আর কোনটা লাইন বাড়ির?' শ্যামলীর বর লজ্জা পায় ওর কথায়। দুটো টাকাই সরিয়ে দেয় নিজের সামনে থেকে। শ্যামলীর

জোরাজুরিতে ওর বর ল্যাজেগোবরে হয়। বলে, 'কী করে বুঝব? টাকার গায়ে কি লেখা থাকে নাকি?'

মহিলা বললেন, 'আমরা সবটা বোঝার চেষ্টা করি না। মানুষকে সুযোগ দিই না। এসব না করে শুধু খারাপ-ভাল, পাপ-পুণ্য নিয়ে কথা বলি। শ্যামলীতো আজ চুটিয়ে সংসার করছে।

ওদের ছেলেটাও মানুষ হচ্ছে। কিন্তু সে যদি এই সুযোগ না পেত, তবে কি সম্ভব ছিল সুখে ঘর করার?' ট্রেনটা শিয়ালদহে ঢুকে গেল। সবাই দৌড়তে শুরু করল।

মাটি ও মানুষ

সময় চলছে হাইব্রিড সূর্যমুখী চাষের

মাটি: সব ধরনের মাটিতে সূর্যমুখী চাষ ভাল হয়। তবে অবশ্যই জমিতে জলনিকাশী ব্যবস্থা ভাল হওয়া চাই। জমিতে জমা জলে এই চাষ হয় না। লবণাক্ত মাটিতেও সূর্যমুখী চাষ ভাল হয়।

জাত: হাইব্রিড জাতে চাষ সবচাইতে বেশি হয়। বাজারে বহু হাইব্রিড পাওয়া যায়। ভাল উন্নত মানের হাইব্রিড নির্বাচন করে চাষ করা দরকার। পি.এ.সি-৩৬, এম.এস.এফ.এইচ-১৭, কে.বি.এস.এইচ-৪৪ খুবই উল্লেখযোগ্য হাইব্রিড জাত।

বীজশোধন: থাইরাম ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মেশাতে হবে।

বীজের হার: একর প্রতি ২ কেজি হাইব্রিড বীজ প্রয়োজন।

বীজবপন: অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বীজ বোনা হয়। জমি তৈরির সময় জৈব সার প্রয়োগ করা জরুরী। জৈব সার প্রয়োগে গোড়া পচা রোগ কম হয়। বীজ বোনার সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে বীজ ভিজিয়ে বোনার দরকার পড়ে না। কিন্তু বোনার সময় রস টেনে গেলে অবশ্যই একবার বীজ ভিজিয়ে বোনা উচিত।

বপনের দূরত্ব: হাইব্রিড জাতের জন্য ২ ফুট X ১ ফুট দূরত্বে মাচা করা হয়। প্রতি মাচাতে ২টি করে বীজ দেওয়া হয়। অতি অবশ্যই ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রতি মাচাতে ১টি করে গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হবে। অন্যথায় ফুলের আকার ছোট হবে এবং ফলন রকম হবে।

সার প্রয়োগ: জমিতে প্রথমবার সেচ দেওয়ার পর একর প্রতি ১৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ২০ কেজি পটাশ

এবং ৪০ কেজি ফসফরাস চাপান সার মাটিতে মেশাতে হবে।

পরিচর্যা: বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর গাছ ৫-৬ পাতা হলে প্রতি মাচায় ১টি সুস্থ সবল গাছ রেখে বাকি চারা অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে। এক মাসের মাথায় আগাছা তুলে চাপান সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়া বেঁধে দেওয়া হয়। এ সময় একটা সেচ দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। গাছের বাঁধা না হলে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ে সমস্ত গাছ শুয়ে পড়ে ফলন ব্যাপক মার খাবার সম্ভাবনা থাকে। ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। কুঁড়ি আসা অবস্থা ও ফুল ফোটা অবস্থায় সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেচের সুবিধা থাকলে বীজ পুষ্ট হওয়ার সময়ও সেচ দেওয়া যেতে পারে।

ফলন: ফুলের পাকা অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্ণয় করা উচিত, অন্যথায় দানা চিটে থাকবে অথবা দানা ঝরে পড়ে যাবে। যখন ফুলের পিছন দিক হলদে হয়ে নরম তুলতুলে হয়ে পেকে যায় এবং বীজ কালো রঙের হয়ে শক্ত হয়ে যায়। তখন ফুল কাটার উপযুক্ত হয়। ফুল কেটে আলাদা আলাদাভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। কোনও অবস্থাতে কাটা ফুল জাঁকে রাখা যাবে না। উল্টানো বাঁশের ঝুড়ির গায়ে ফুল ঘষে ঘষে বা থ্রেশারের সাহায্যে দানা ছাড়ানো যেতে পারে। বীজ ভাল করে তিন চার দিন রোদে শুকিয়ে তবে মজুত করা উচিত। কম শুকনো বীজ মজুত রাখলে বীজের গুণমান নষ্ট হতে থাকে এবং পরবর্তীকালে খারাপ গুণমানের তেল পাওয়া যায়। ৯০-১১০ দিনের মধ্যে ফলন তোলা যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী সংখ্যায়

ধর্ম

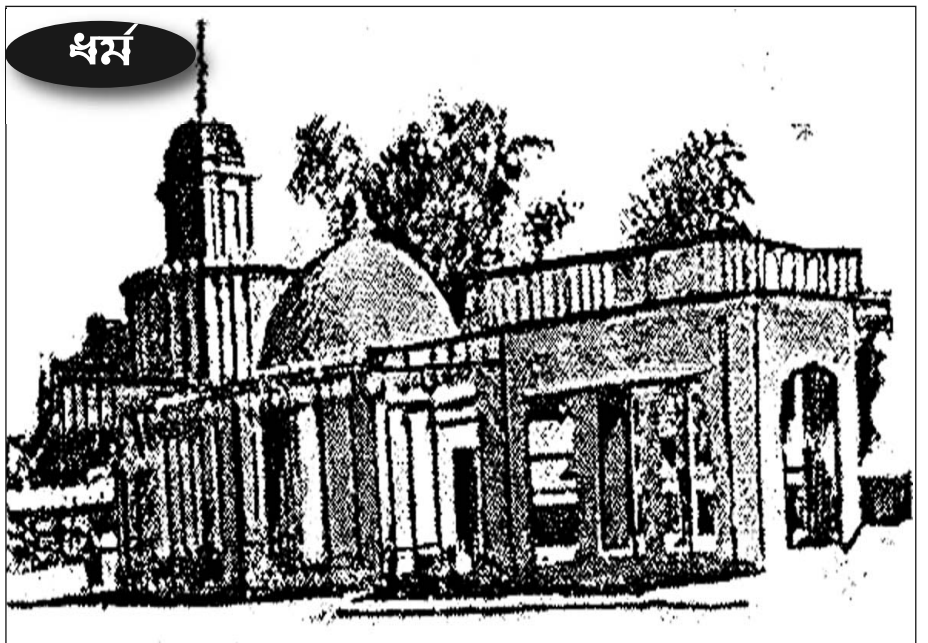

স্কেচে দেবী যোগাদ্যা মন্দির

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা

গত সংখ্যার পর

ভারতচন্দ্র পারস্য, ব্রজবুলি, হিন্দি, সংস্কৃত ও যাবনিক শব্দেও কবিতা রচনা করিয়া ভাষাজ্ঞতার চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ড। ১ম অন্নদামঙ্গল, ২য় বিদ্যাসুন্দর,৩য় ভবানন্দ মজুমদার (কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ, মজুমদার-রাজস্ব হিসাব লেখক)-এর পালা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল তার উল্লেক আছে। 'রাঢ় ভ্রমণ' প্রবন্ধের লেখক পঞ্চানন রায় রাঢ় ভ্রমণের সময় ১৩০৮ সালে যোগাদ্যা মা'র মূর্তির নির্মাতা প্রস্তরশিল্পী নবীন চন্দ্র ভাস্করের, তাঁর দাঁইহাটের বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তখন শিল্পীর বয়স ছিল ৭০ বছর। পাথর ছাড়াও ভিন্ন ধাতুর দেবীমূর্তির গঠনেও নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। দিনাজপুরের মহারানী শ্যামমোহিনী , নবীন ভাস্করের তৈরি কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্তির শিল্পনৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নবীনচন্দ্রকে সোনার বাঁটালি পুরস্কার দিয়েছিলেন। ইংরেজি ১৯০৮ সালে শিল্পী নবীনচন্দ্রের জীবনাসান হয়। ওই সাক্ষাৎকারে জানা গিয়েছে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে বর্ধমান, নাটোর দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের রাজবংশের দেবীমূর্তি তৈরি করেন।

ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা মা'র মূর্তিটিও তৈরি করেন নবীনচন্দ্র। ওই মূর্তির ছবি তোলার জন্য দৈবাদেশ পায়। এই মূর্তি বারোমাস স্থানীয় একটি বড় পুকুরে রাখা হয়, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কথিত আছে, একদিন দেবী রাজা হরিদত্তকে স্বপ্নে আদেশ দেন, প্রতিদিন একটি করে নরবলি না পেলে তিনি রাজ্য ধ্বংস করবেন। দেবীর এই আদেশ শুনে ক্ষীরগ্রামের আধিবাসীরা ভয়ে যে যেদিকে পারলেন পালাতে থাকেন। বীরাচার পরায়ণ শক্তিভক্ত রাজা হরিদত্ত সাতদিনে সাতছেলে বলি দিয়ে স্বপ্নাদেশ পালন করেন।

একদিন পুরোহিতের ছেলের নরবলির পালা আসে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেকে হারানোর ভয়ে রাতে সপরিবারে পালানোর উদ্যোগ নেন। এই সময় ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে পুরোহিতকে দেবী অভয় দলেন, 'ব্রাহ্মণ! তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আজ রাত্রিতে রাজাকে প্রত্যাদেশ করব যে, কল্য হইতে নরবলি রহিত হইবে।' ব্রাহ্মণ কন্যার সেই আশ্বাসে ব্রাহ্মণ বাড়িতে ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে রাজা ভদ্রকালীর প্রত্যাদেশের কথা ঘোষণা করেন। সেই থেকে আর নরবলি দেওয়া হয় না ক্ষীরগ্রামে। একই সঙ্গে দেবীর আদেশে ভদ্রকালী মূর্তির পরিবর্তে পৌরাণিক ধ্যানের অনুযায়িনী দশভূজা মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজা নবীনচন্দ্র ভাস্করকে আগের মূর্তির মতো অবিকল একটি মূর্তি গড়ার আদেশ দেন। কিন্তু মূর্তি তৈরি হবার পর কোনটা নতুন , কোনটা পুরনো তা বোঝা যায়নি।

নিখিলনাথ রায়ে 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র মাধ্যমে জানা যায়, আওরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে হিজরী ১০৯০ (১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ) বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরডিহি নিবাসী উত্তর রাচীর কায়স্থ ও মিত্র বংশসম্ভূত বঙ্গধিকারী উপাধিপ্রাপ্ত অর্ধবঙ্গে কানুনগো হরিনারাণ রায় প্রসিদ্ধ পীঠস্থান যোগাদ্যা দেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য ১৬শত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন (৫৯-৬০পৃষ্ঠা)।

মাটিয়ারী নিবাসী নিবারণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কাটোয়ার ইতিহাস বইতে কিছু অভিনব বিষয় জানা যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে,'যোগাদ্যাবির্ভাব সময়ে ক্ষীরগ্রামে হরিদত্ত নামের জনৈক পরম ধার্মিক প্রজাবৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রবল পরাক্রম, অতুনল দান, পাণ্ডিত্য, বিপুল যশোখ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। একদিন যামিনীর তৃতীয় যামে হরিদত্তর প্রতি জগদম্বার স্বপাদেশ হইল যে, বৎস! আমি তোমার ধর্ম-প্রবণতার আকৃষ্ট হইয়া কৈলাসধাম পরিত্যাগপূর্বক তোমার ক্ষীরগ্রামে আবির্ভূত হইলাম। তুমি নিত্য নরবলি দ্বারা আমায় তৃপ্তিসাধন কর এবং আমার এই আদেশ বাক্য যথাযথ প্রতিপালন করিবে। তাহার অন্যথা হইলে তোমার রাজ্য ধ্বংস এমনকী বংশ পর্যন্ত লোপাপত্য হইবে।

আমার আদেশে পুণ্যময় বৈশাখমাসে ক্ষীরগ্রামে কেহ মৃত্তিকা খনন করিবে না, কেহ দীপবর্তিকা প্রস্তুত করিবে না, কেহ পাকান্নে দণ্ড প্রদান করিবে না এবং তোমার ক্ষীরগ্রামে যেন কখনও কুণাল চক্র ঘূর্ণিত না হয়। সমস্ত বৈশাখ মাস স্ত্রী-পুরুষ একশয্যায় শয়ন করিবে না এবং এ মৃত্তিকায় বৈশাখ মাসে যেন কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়। কেহ রৌদ্র তাপক্লিষ্ট হইয়াও তন্নিবারণার্থে বৈশাখ মাসে মস্তকে ছত্রাবরণ করিবে না! কেহ ধান্য হইতে তণ্ডুল উৎপাদন করিবে না এবং আদ্যন্ত বৈশাখের পঞ্চম দিবসে অলক্ত ব্যতীত কেহ মসী দ্বারা লিখন কার্য সমাধান করিবে না! কেহ বৈশাখ মাসে ক্ষীরগ্রামে ভূমিতে হাল চালনা করিবে না এবং উত্তরদ্বারী ঘরে কেহ বসবাস করিবে না! প্রতি বৈশাখ সংক্রান্তিতে আমার প্রস্তরময়ী প্রতিমা পুজা চিরতরে স্থিরত্তর থাকিবে! কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমার সান্নিধ্যে আরিত্রিক ক্রিয়া সম্পাদনা করিবে!

ক্ষীরগ্রামে ধামাচ নামে একটি দীর্ঘায়তন দিঘি আছে। সেই দিঘির ঘাটে একটি অসামান্যরূপা লাবণ্যময়ী বালিকা একদিন একাকিনী স্নান করিতে ছিলেন। ঘাটে জনামানবের সমাগম নেই। এমন সময় ভানু দত্ত নামক জনৈক শঙ্খ বণিক দীর্ঘিকা তীরস্থ বর্ত্মে শঙ্খ বিক্রয়ার্থে ক্ষীরগ্রামে গমন করিতে ছিলেন। স্নাননিরতা বালিকা বণিককে ডাকিয়া কহিলেন, আমাকে শাঁখা পরাইয়া দাও। আমি যোগাদ্যার পূজক ব্রাহ্মণের কন্যা। শাঁখারি নিঃশঙ্ক মনে শঙ্খেশ্বরীকে শাঁখা পরাইয়া গ্রামে গিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে, বলিলেন, ঠাকুর! তোমার কন্যা ধামাচের ঘাটে আমার নিকট শাঁখা পরাইয়া গৃহের কোলঙ্গীতে পাঁচটা টাকা আছে, তাহা আমাকে লইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক। একি আমার তো কন্যা নাই! তবে কে শাঁখা পরিল।

তাহার পর টাকার জন্য কোলঙ্গী সন্ধানে গিয়ে দেখিলেন, সত্যই পাঁচটা টাকা রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল! হৃদয় মধ্যস্থ ভক্তি তরঙ্গিনী নয়ন পথে দর দর প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিল। ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বণিককে বলিলেন, ভাই! তোর পরম সৌভাগ্য, আশীর্বাদ কর, যেন তার সৌভাগ্যের অংশভাগী হইতে পারি।

এ শঙ্খ হইতেই তুই নিঃশঙ্ক হইলি। তুই ভাই যে কন্যাকে শাঁখা পরাইয়াছিস,তিনি কন্যারূপিণী যোগমায়া যোগাদ্যা স্পর্শিত পবিত্রদেহ স্পর্শ করিয়া আমার এই পাপদেহ পবিত্র করি। এ বলিয়া ব্রাহ্মণ শঙ্খবণিককে অঙ্কে স্থাপন করিলেন। বলিলেন, চল ভাই চল, একবার সেই মেয়েটাকে আমায় দেখাইয়া দে। তুই সঙ্গী না হইলে তাঁর সাক্ষাৎ পাইব না। শাঁখারি সঙ্গে ধামাচের ঘাচে উপস্থিত হইয়া মা মা শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। বহ্বায়াস মায়ের সাক্ষাৎ না পাওয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, পাষাণ নন্দিনী। তোর দর্শনে বঞ্চিত হইয়া এ ঘাটে ব্রহ্মহত্যা হইতেছি। ব্রাহ্মণ ও আত্ম-বধোদ্যত হইলে ভগবতী যোগাদ্যা সলিল মধ্য হইতে সশঙ্খ তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়া হাস্যবদলে ভবনে গমন করিলেন। অদ্যাবধি সেই শঙ্খবণিকের বংশধর যোগাদ্যা পুজোয় বিনামূল্যে শঙ্খপ্রদান করিয়া আসিতেছে।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এ জন্মে গ্রন্থাগারিক

গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হতে হতে বইমেলা শুরু হওয়ার আগেই পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে আসছেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। এ জন্মে তিনি হলেন এক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কুণাল হাজরা। সৃজিত মুখার্জীর সাম্প্রতিক ছবি 'জাতিস্মর'-এ অ্যান্টনি কবিয়াল ও কুণাল হাজরা দুটি ভূমিকাতেই অভিনয় করবেন প্রসেনজিৎ। সোনারকেল্লা ছবি থেকেই তাঁর এই ছবির প্রেরণা পাওয়া কিনা এই প্রশ্ন উঠতে সৃজিত জানিয়েছেন, না, কবি সুমনের জাতিস্মরের গান শুনেই তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করে জাতিস্মরের ব্যাপারটি। আজ থেকে ১৫ বছর আগে তিনি যখন এই গান শোনেন, সেই সময় ধীরে ধীরে বাংলা ব্যান্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। সৃজিতের মনে হয় জীবনমুখী বা ব্যান্ডফর্মের যে বাংলা গান তার আদিরূপ ছিল কবি গান ও কবির লড়াইয়ের মধ্যে। পলাশীর যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৭৫৭-এর আগে থেকে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুদিন পর অবধি ১৮৭০ এই সময়টাই বাংলা সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল এই কবিগান।

যাতে পর্তুগীজ অ্যান্টনি আর দশজন পর্তুগীজ যুবকের মতোই ভাগীরথি তীরে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির টানে মানুষটি হয়ে গেলেন আদ্যন্ত বাঙালি। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে ভোলা ময়রার কবির লড়াইয়ের কাহিনী আজ কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছে। উত্তমকুমার অভিনীত ১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিতে আমরা দেখেছিলাম মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র অবলম্বনে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির জীবন। এবারে ছবির প্রেক্ষাপট কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এই ছবির বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ অবধি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কবি গান এবং কবিয়ালদের জীবন বাংলা গানের পরম্পরা অনেকটাই ধরা পড়বে এই ছবিতে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'র লেখা কবিজীবনী, প্রফুল্ল পালের প্রাচীন কবিওয়ালার গান ও বিভিন্ন লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এই ছবির বিষয়বস্তু নির্মিত হয়েছে। অ্যান্টনি ও ভোলা ময়রা ছাড়াও রাম বসু, হারু পন্ডিতের গান ব্যবহার করা হয়েছে ছবিতে। কবিগানগুলি মূলত পরিচালনা করেছেন কবির সুমন।

এছাড়া ইন্দ্রজিত দাশগুপ্ত রয়েছেন ছবির কিছু অংশের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে। ছবির সেট এবং অভিনেতাদের মেকআপে সেই সময়কে নির্ভুলভাবে রিমেক করার চেষ্টা হয়েছে এই ছবিতে। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করা প্রসেনজিৎকে দেহের ওজন কমাতে হয়েছিল ৬ কেজি। শিখতে হয়েছে ঘোড়ায় চড়া। প্রাচীন বাজনা বাজানোও শিখতে হয়েছে। এছাড়া অভিনয় করেছেন যীশু সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা, আবীর, নীল মুখার্জী, রিয়া সেন প্রমুখ। কবির সুমন নিজে ছাড়াও গান গেয়েছে শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রমণা গুহঠাকুরতা, মনোময় ভট্টাচার্য, সিধু প্রমুখ। ছবির প্রযোজক রানা সরকার ও রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট।

বাংলা ছবিতে পুরনো ঘরানা আবার ফিরে আসছে

বাঙালির অভ্যাস ছিল সিনেমাকে বই বলা। কারণ, একসময় বাংলা ছবি ছিল সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য আশ্রিত। অনেক সময় যেসব গল্প উপন্যাসের আদৌ সিনেমাটিক উপাদান নেই সেসব গল্প নিয়েও চলচ্চিত্র তৈরি হত। অনেক সময় দেখা যেত গল্পকে হুবহু অনুসরণ করতে গিয়ে সিনেমার নিজস্ব চরিত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যই ছিল টলিউডের স্বর্ণ খনি। এই ধারা থেকে সরে গিয়ে আশির দশকের শেষ থেকে শুরু হয় এক ধরনের ফর্মুলা মাফিক মেলোড্রামাটিক চিত্রনাট্য থেকে ছবি তৈরির কাজ। এগুলি আদৌ সিনেমা পদবাচ্য বলা যায় কিনা তা ছিল চলচ্চিত্রমোদীদের উপহাসের উপাদান। কিন্তু ২০১৩'র শুরু থেকেই ট্রেন্ডটা একেবারে বদলে গিয়েছে। গত কয়েকবছর ধরেই বাংলা গল্প উপন্যাস নিয়ে সিনেমা করার প্রবণতা ফিরে আসছিল। এ বছর দেখা গেল গয়নার বাক্স, অলীক সুখ, মিশর রহস্য, আশ্চর্য প্রদীপ, চাঁদের পাহাড়ের মতো একের পর এক সাহিত্য আশ্রিত ছবি। পাশাপাশি একটা সময় তপন সিংহ যেভাবে সাম্প্রতিক খবরের শিরোনামে উঠে আসা ঘটনা নিয়ে ছবি করতেন মিলিয়ে দিয়েছে চাঁদের পাহাড় কিংবা মিশর রহস্য। এমনকী বছর ৭-৮ আগেও পুজোর চারদিন বাঙালি কোনও মতেই সিনেমা হলে যেত না। অথচ একটা সময় পুজোর সময় মুক্তি পেত উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেন-সৌমিত্র-সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সর্বকালীন হিট ছবিগুলি। ২০১৩-তে আবার দেখা গেল সেই ট্রেন্ড অনেকটাই ফিরে এসেছে। পুজোর সময় মফঃস্বলের এক হল যেখানে মূলত গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষই বেশি ছবি দেখেন সেরকম হলে গিয়ে দেখা গেল মিশর রহস্য অগ্রিম হাউসফুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ রংবাজের মতো মশলা মার্কা বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ছবির টিকিট অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকী শব্দ'র মতো একটু 'নিশ' শ্রেণির দর্শকের জন্য তৈরি ছবিও বক্স অফিসে লাভের মুখ দেখেছে। চাঁদের পাহাড়ের পারফেকশন নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক এই ছবিটি টলিউডের ক্ষেত্রে যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তা নিয়ে আর বিতর্কের অবকাশ নেই। আফ্রিকার লোকেশনে ১৩ কোটি টাকা খরচা করে এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার ছবি তৈরির স্বপ্ন এর আগে বাংলার প্রবাদ প্রতিম

আতঙ্ক কিংবা এক ডক্টর কি মৌত তেমনই রিমেক সম্রাট বলে আখ্যাত রাজ চক্রবর্তী তাঁর সমস্ত দুর্নাম ঝেড়ে ফেলে বরুণ বিশ্বাসের জীবনযুদ্ধের ট্র্যাজেডি নিয়ে তৈরি করলেন প্রলয়। ওদিকে সরাসরি সাহিত্য আশ্রিত না হলেও মূলধারা থেকে অনেকটাই সরে বাস্তব ভিত্তিক মননশীল ছবি তৈরি হল কেয়ার অফ স্যার, ফড়িং ও হনুমান ডট কমের মতো। সরাসরি বায়োপিক না হলেও আবার ঋত্বিক ঘটকের জীবনের শেষভাগের আদলে কমলেশ্বর মুখার্জী তৈরি করলেন মেঘে ঢাকা তারা। আবার সিনেমার শব্দ যাঁরা তৈরি করেন সেই ফোলি আর্টিস্টের জীবনের লড়াই নিয়ে তৈরি হল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'শব্দ'। কয়েকবছর আগে আমরা এই বলে আক্ষেপ করতাম যে, বাংলাতে দু'ধরনের দর্শক তৈরি হয়েছে। এক ধরনের দর্শক দেখছেন চ্যালেঞ্জ কিংবা খোকাবাবুর মতো ছবি। অপরশ্রেণির দর্শক দেখছেন অন্তহীন, জাপানিস ওয়াইফ অথবা ক্রসকানেকশানের মতো ছবি। এই দুই শ্রেণির দর্শককে কিন্তু অনেকটাই পরিচালকরা দেখলেও তা বাস্তবে রূপায়িত করার মতো প্রযোজক পাননি। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজার উন্মুক্ত না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে তৈরি বাংলা ছবির বাজার যথেষ্ট ছোট। সেক্ষেত্রে এধরনের সাহিত্য আশ্রিত সামাজিক বিষয়বস্তুর পটভূমিতে তৈরি সুস্থ বাংলা ছবি যে প্রযোজকরা তৈরি করতে আবার উৎসাহিত হচ্ছেন এটাই আশার কথা। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য খোকা ৪২০ বা বস'র মতো মাথামুণ্ডুহীন একেবারে গরমমশলা মেশানো রিমেক বাণিজ্যিক ছবি যেমন তৈরি হচ্ছে তেমনই 'বোঝে না সে বোঝে না' এবং 'কানামাছি'র রিমেক ছবিও তৈরি হচ্ছে যা একেবারেই রদ্দিমার্কা নয় উপরন্তু ছবি দেখে চট করে ধরায় যাবে না যে এটি রিমেক ছবি। কারণ, দক্ষিণি ছবির রিমেক হলেও বাংলা ঘরানার সমস্ত ব্যকরণ মেনেই তৈরি হয়েছে এই দুটি ছবি।

■ *এই পৃষ্ঠার প্রতিবেদনগুলি লিখেছেন সঞ্জয় সরকার ও অভিমন্যু দাস।*

পুনর্জন্মের ভূত এবার টলিউডের ঘাড়ে

মাগধীরা ছবিতে রামচরণ তেজা

শুধু জাতিস্মর নয় আর এক পুনর্জন্মের গল্প নিয়ে বহুদিন বাদে দেব ও ভেঙ্কটেশ ফিল্মেসের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। ২০০৯-এর সুপার ডুপারহিট তেলেগু ছবি এস রাজমৌলি পরিচালিত মগধিরা ছবির রিমেক হতে চলেছে। ৪২ কোটি টাকা বাজেটের তেলেগু ছবিটি ব্যবসা করেছিল ১০৫ কোটি টাকার। তেলেগু ছবিটিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন রামচরণ তেজা। সঙ্গে ছিলেন কাজল আগরওয়াল, দেব গিল, শরথ বাবু প্রমুখ। ছবিটিতে প্রধান চরিত্র শিব একজন স্ট্যান্ট ম্যান। যে বাইকের স্ট্যান্ট দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

আগের জন্মে সে ছিল উদয়গড় নামে এক হিন্দু রাজ্যের বীরপুরুষ, নাম ছিল ভৈরব। তার মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রণদেবের সঙ্গে শত্রুতা শুরু হয় রাজকুমারী মৈত্রাকে বিবাহ করতে চেয়ে। মৈত্রা বলে দু'জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে জিতবে তাকেই সে জীবনসঙ্গী রূপে বরণ করবে, অপরজনকে উদয়গড় ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে অনুযায়ী ডুয়েলে পরাজিত হয়ে রণদেব রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে শত্রু নবাব শের খানের সঙ্গে যোগ দেন।

অপরদিকে এক দৈববাণী শোনা যায় ভৈরব ৩০ বছরের বেশি বাঁচবে না। তারপর মৈত্রাকে বিধবার জীবন কাটাতে হবে। সেইসময় খবর এল শের খান ও রণদেব এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে উদয়গড় দখল করতে আসছে। সেই যুদ্ধে ভৈরব শের খানের কয়েকশো সৈনিককে নিহত করেন এবং রণদেবকেও হত্যা করেন। এরপর ভৈরব ও মৈত্রা একসঙ্গে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে মৃত্যু বরণ করে। পরবর্তীকালে তাদের আবার জন্ম হয়। ভৈরব জন্মায় শিব নামে, রণদেবের নাম হয় রঘুবীর। শুরু হয় তাঁদের আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রোবট নিয়ে দ্বন্দ্ব

অজয় একজন নামকরা বিজ্ঞানী। বহুদিনের গবেষণায় তৈরি করেন একটি রোবট। তাঁর কোম্পানির পার্টনার শান্তনু চায় সেই রোবটের কৃতিত্বের ভাগ নিতে। শুরু হয় দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ঘটনাচক্রে দুর্ঘটনায় অজয়ের মৃত্যু হয়। তাঁর রোবট আবিষ্কারের কথা শান্তনু ছাড়া কেউ জানতো না। অজয়ের মৃতুর পর তার দিদি এবং জামাইবাবু অজয়ের স্ত্রীকে সম্পত্তি থেকে বেদখল করতে চায়।

অন্যদিকে শান্তনু চায় কোম্পানি দখল করতে। সেই সময় অজয়ের ছোট মেয়ে তাঁর বাবার আবিষ্কার করা রোবটের কথা জানতে পারে। শুরু হয় এক নতুন যুদ্ধ। কে জিতবে এই যুদ্ধ? কে হবে রোবটের আসল মালিক? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে সৌগত বিশ্বাস পরিচালিত 'গিলি দ্য রোবট' ছবির মধ্যে। বাংলা ছবিতে রোবট নিয়ে কাজ এর আগে হয়নি বলে দাবি কছেন প্রযোজনা মৃগাঙ্ক এস ধর। এই ছবির মূল ভাবনা তাঁরই। এই ছবিতে অ্যানিমেশনের একটা ভূমিকা আছে। এই ছবিতে শ্রীলেখা মিত্র, সোনালী চৌধুরী, বোধিসত্ব মজুমদার, রাজেশ শর্মা, দীগন্ত বাগচী, জয়জীৎ, দোলন রায়সহ প্রমুখ অভিনয় করছেন। ছবির সঙ্গীত পরিচালক সন্দীপ সিনহা।

এক নারীর সুস্থ জীবনে ফেরার গল্প

ছবির নাম 'জিজীবিষা'। যার অর্থ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। এই ছবির পরিচালক সুমিত দাস মনে করেন, এই ছবি এক 'এসকর্ট' মহিলার স্বাভাবিক জীবনছন্দে ফেরার গল্প। তাই এইরকম নামকরণ। সুমিতের এটি এককভাবে প্রথম ছবি। এর আগে দেবাশিস সেন শর্মা ও তিনি যৌথভাবে বাইসাইকেল কিক ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। এই ছবিতে এসকর্টের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রীলেখা মিত্র। কনভেন্টে পড়া এক উচ্চশিক্ষিত মেয়ের চরিত্রে সায়নী, একজন অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপকের চরিত্রে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, একটি বহুজাতিক সংস্থার অফিসারের চরিত্রে হিন্দি নাট্য জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জয় সেনগুপ্ত এই চারজন চরিত্রকে ঘিরেই এই ছবিটি গড়ে উঠছে।

বারুইপুরে যোগীবটতলা অঞ্চলের একটি বাগানবাড়ি, গড়িয়া অঞ্চলের একটি বাগানবাড়ি, কলকাতার রাস্তাঘাট এবং মশ দারমনিতে এই ছবির টানা শুটিং হয়েছে। সুমিত দাসের নিজের লেখা গল্প ও চিত্রনাট্যে। এই ছবির চিত্রগ্রাহক হলেন শান্তনু দে। শিল্প নির্দেশক বর্ষীয়ান শতদল মিত্র। প্রযোজক বিতংস এন্টারটেনমেন্ট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ৪ জানুয়ারি- ১০ জানুয়ারি,২০১৩

মেষ: ধৈর্য ধরে চলুন, অযথা মাথা গরম করবেন না। কর্মক্ষেত্রে খুব বুঝে চলতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে ক্ষতি করবার জন্য। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। শরীর নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। প্রেম প্রীতিকে কেন্দ্র করে অশান্তপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

বৃষ: স্নেহ-প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ হবে। সন্তানের জেদীভাবের জন্য মনে কষ্ট পাবন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সু-সম্পন্ন করতে পারবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় লাভযোগ দেখা যায়। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে চিন্তিত হবেন।

কর্কট: সময়টি শুভ বলা যায়। আর্থিক বিষয়ে বা ব্যবসায় সুফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সফলতা আসবে। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে, তথাপি ধৈর্য্য ধরুন। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন।

সিংহ: কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। পদোন্নতির যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল বলা যায় না। যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে এখনই হাত দেবেন না, লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষেয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভাতৃবিরোধ ঘটতে পারে।

কন্যা: মেজাজকে সামলে রাখুন। প্রেসার বেড়ে যেতে পারে। অসুস্থতার যোগ বিদ্যমান। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে চলতে হবে। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে।

তুলা: আর্থিক বিষয়ে ফল ভাল পাবেন না। ঋণী হতে পারেন। সাবধানে না চললে ক্ষতি হতে পারে। দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভে উপকৃত হবেন। সন্তানের জন্য মন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। পতি-পত্নীর মধ্যে গোলযোগ ঘটবে।

বৃশ্চিক: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়া, ফুসফুসের পীড়ায় ও যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক উদ্বেগ থাকবে ও মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভ হবে।

মকর: ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে আয় ও ব্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। গুপ্ত শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি, পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হতে পারে।

কুম্ভ: শরীর নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। রাগ জেদ বেড়ে যাবে। কিন্তু সেগুলি সামলে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবে না। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশায় কষ্ট পাবেন। আহার বিহারে সাবধানতা বাঞ্ছনীয়।

মীন: ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় মোটামুটি শুভফলের আশা করা যায়। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

যুগ সাগ্নিক

সম্পাদক - প্রদীপ গুপ্ত

২/৫৬-এ, নেতাজী নগর, কলকাতা - ৭০০০৯২

মোবাইল - ৯০৫১৪৭১০৭৫

প্রথম বছরেই পাঠককূলের সমাদর পেয়েছে। লেখক-পাঠক হিসেবে যুক্ত হন।

মাঙ্গলিকী

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সায়াহ্নে

গ্রন্থসন্ধানী: সায়াহ্নের শারদ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। প্রচ্ছদে নীল কালিতে আঁকা মা দুর্গার ছবি আকর্ষণীয় (ক্লিপ আর্ট মনে হয়)। 'সম্পাদকীয়' মননশীল। তবে এবারেও 'সম্পাদকীয়'র পাশেই কবিতা ছাপা (অথবা যে কোনও লেখা ছাপা) মন ছোঁয় না। দীপালি কুণ্ডুর কবিতাও মন ছোঁয় না। (পত্রিকার প্রথম পাতার বিন্যাসে কি পরিবর্তন আনা যায় না? বাকি কারিগরি সুবিধা আছে, কারণ সব পাতাতেই পাশাপাশি দুটি কলমে গদ্য রচনাগুলি ছাপা হয়। তবুও পত্রিকা গোষ্ঠি এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন)।

অনেকগুলি কবিতার মধ্যে শ্রাবন্তী রায়ের কবিতা 'জীবন মুখি' ও বিধান সাহার কবিতা 'বেশ তো' মন ছোঁয়। ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের বাংলার দুর্গাপূজার ইতিহাস নিয়ে লেখা প্রবন্ধ 'দুর্গাপুজো বিষয়ে কিছু কথা' তথ্যপূর্ণ ও মনোগ্রাহী রচনা। খানিকটা কাহিনী বলার ঢং-এ লেখা বলেই প্রবন্ধটি পড়তে ভাল লাগে। অজয় করের ভ্রমণ কাহিনী 'মোহময়ী ডুয়ার্সের ঐতিহাসিক বক্সাদুয়ার দুর্গ' অতি উঁচুমানের রচনা। লেখাটিতে একটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস ও লেখকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছে। সম্পাদক বিনয় দত্ত'র ভ্রমণ কাহিনী 'শ্রীজয়দা শিবমন্দির তীর্থধামে ঘণ্টাখানেক' অতীব ধর্মীয় বিশ্বাসের গল্পবলার দোষে দুষ্ট। (অথচ বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে এই প্রতিবেদক সম্প্রতি বিনয় দত্তরই লেখা বেশ কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনী পড়েছেন। যা অনবদ্য রচনা।) মঞ্জু ভদ্রর 'লণ্ডনের চিঠি' অনু নিবন্ধটি খুবই ভাল, দ্বিতীয়বার পড়া যায়। একই কথা প্রযোজ্য শচীন কুমার চক্রবর্তীর গল্প 'নাছোড় অতীত'-এর ক্ষেত্রে। এক পেশাদার জাদুকরের পরিবারের 'কান্নাহাসি দোল দোলানোর' হৃদস্পর্শী গল্প। আগের সংখাতেও উজ্জ্বল ছিল শচীনবাবুর গল্প। বিশেষ অভিনন্দন। জিতেন রাউতের গল্প 'বৃদ্ধাশ্রম'-এর প্লট আজকের বাংলা সাহিত্যে বহুভাবে ব্যবহার করা গল্পের প্লট। গল্পের বিন্যাস একেবারেই দুর্বল। এবারে কাশীরামের কড়চা সিরিজে 'অবসরের গান' রম্যরচনা হিসেবে (কমলাকান্তর দফতরের অনুকরণে) মোটামুটি ভাল। সুব্রত ভট্টাচার্যের গল্প 'ভাই ফোঁটা' জমেনি। তবে গল্পটির উপসংহার এই প্রতিবেদককে মনে করিয়ে দিল 'বিরেক নিকেতন' আশ্রমে সম্প্রতি ভাই ফোঁটার দিনে ভাই ফোঁটার তোড়জোড় করতে করতে প্রয়াত হন আশ্রমের দুঃস্থ ছেলেদের মাতৃসম 'মমতা'-দি। ফলে গেল দুঃখের সঙ্গে সেই ইংরাজি প্রবচনটি 'ফ্যাক্টস আর স্ট্রেনঞ্জার দ্যান ফিকসন।'

কিছু পাতায় রবীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী ও প্রয়াত ড. সুধীর বেরার কিছু মূল্যবান উক্তি পত্রিকাকে উজ্জ্বল করেছে সম্পাদকের মুন্সীয়ানা প্রমাণ দেয়। লেখা নির্বাচনে আর একটু সতর্ক হলে লিটল ম্যাগাজিনের গণ্ডী ছাড়িয়ে সায়াহ্নের প্রচারের ব্যপ্তি না বাড়ার কোনও কারণ নেই।

সব শেষে মঞ্জু ভদ্র'র কাছে একটা জিনিস এই প্রতিবেদক জানতে চান, লন্ডন শহর কবে আয়ারল্যান্ডের অধীনে ছিল?

সম্পাদক: বিনয় দত্ত

যোগাযোগ: ৯৪৩৩২৩৬৬৯০

বেহালা বই মেলায় জাদু সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেহালা বই মেলা এবার ১৬ বছরে পা দিল। দিনে দিনে এই মেলা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। বেহালাবাসী বিরাট সংখ্যক মানুষ, এই সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বহু সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর বেহালা বই মেলায় যোগদান করেন। মেলায় বহু বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশক স্টল দেন, বইয়ের বিক্রি ভালই হয়।

মেলা প্রাঙ্গণে এবছরের মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করা হয় শতবর্ষে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মঞ্চ। প্রতিদিন মঞ্চে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে ভাষণ দেন আমন্ত্রিত বিশিষ্ট বক্তারা। এছাড়া প্রতিদিনই ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঞ্চের পিছনের দেওয়ালে বিরাট ব্যানারে সার্ধ শতবর্ষে স্যার আশুতোষ মুখার্জিকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

২১ ডিসেম্বর ভাষণ ছিল বরিষ্ঠ জাদুকর সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি.সি. সরকার জুনিয়র কর্তৃক স্থাপিত 'ইলিউশন অর রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ সেন্টারের ইনার সার্কেলের সদস্য হিসেবে অরুণবাবু ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের বিষয় বস্তু ছিল, 'শতবর্ষের আলোকে জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়র'(১৯১৩-২০১৩)। তাঁর ২০ মিনিটের ভাষণে জাদু সম্রাট কেমনভাবে বিশ্বের দেশে দেশে জাদু প্রেমী মানুষের মন জয় করলেন তাঁর 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীর মাধ্যমে, কেমনভাবেই বা বিশ্বের জাদু ইতিহাসে নিজের নামে শাশ্বত স্বীকৃতি পেলেন, সে কথাই অতি আকর্ষণীয়ভাবে তুলে

ধরেন অরুণবাবু - সাংস্কৃতিক মণ্ডপ তখন দর্শকে পরিপূর্ণ। আসরে উপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ড থেকে আগত অরুণবাবুর বন্ধু কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ, পি.সি. সরকার জুনিয়রেরও বন্ধু বরিষ্ঠ ব্যক্তি রণ চ্যাটবার্ণ। অরুণবাবুর আহ্বানে রণ মঞ্চে এসে কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমী মানুষকে, বেহালা বই মেলার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান, তাঁর দেশের ও ভারতবর্ষের বহুদিনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা বলেন, সকলের করতালিতে অভিনন্দিত হন। পি.সি. সরকার জুনিয়রের উপরোক্ত জাদুসংগঠনের তরফে অরুণবাবু 'সরকার ১০০' বিশেষ ব্যাচ তুলে দেন বইমেলার সহসভাপতি লেখক নীলকণ্ঠ ঘোষালের হাতে। অরুণবাবু তাঁর ভাষণের জন্য বইমেলার বিশেষ স্মারক সম্মানে ভূষিত হন। ভাষণের পরে অরুণবাবুর পরিচালনায় আধ ঘণ্টার মঞ্চকাড়া জাদু প্রদর্শনী উপহার দেন তাঁরই ছাত্র তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহ। তখন মণ্ডপ দর্শকে দর্শকে পরিপূর্ণ। অরুণবাবু নিজেও কয়েকটি ব্যতিক্রমী জাদুর খেলা দেখান। এদিন অনুষ্ঠানের শেষে 'আলিপুর বার্তা' তরুণ ভূষণ গুহকে নিয়ে পবিত্র অধিকারী, নীলকণ্ঠ ঘোষাল প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ অরুণবাবুর সঙ্গে নানান আলোচনায় মাতেন। বইমেলা উপলক্ষে 'বেহালা বইমেলা বার্তা' নামে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ নিবন্ধ 'দ্বিশতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ ও শতবর্ষের বঙ্গভূষণ' বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। আছে রম্য রচনার ধরনের সম্পাদকীয়। বেশ কিছু মননশীল কবিতা যা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বেহালার বইমেলা দিনে দিনে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সারদামায়ের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে 'ঝামাপুকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের' উদ্যোগে জগন্মাতা সারদাদেবীর ১৬১তম শুভ জন্মতিথি উৎসব কর্মসচিব সমর সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। মা সারদার মহান ঐতিহাসিক জীবনী এবং অমর বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, জগবন্ধু ভট্টাচার্য, পার্থসারথী গোস্বামী প্রমুখ। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘ সম্পাদক প্রতাপ কুমার মিত্র। পরিশেষে অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি আপনাদের প্রিয় লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? কিংবা নতুন কোন সংখ্যা? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। এছাড়াও খুবই অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে। **যোগাযোগ করুনঃ** অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

কেন্দ্রে মিলিজুলি সরকার হতে চলেছে

মহামহোপাধ্যায় বিরূপাক্ষ জ্যোতিঃশাস্ত্রী

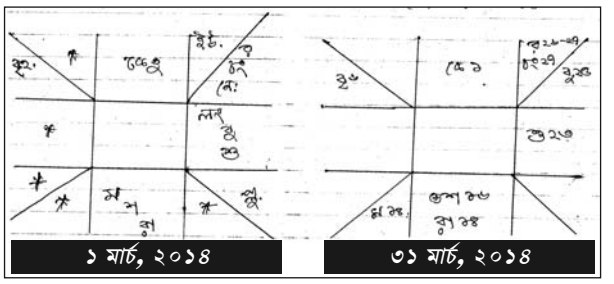

জ্যোতিষীর বিচারে

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বহু নামে পরিচিত ছিল। এর উত্তরাংশকে বলা হল পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র ভূমি। পশ্চিমাংশকে বলা হত রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত। পূর্বাংশে বঙ্গ, বাঙ্গলা (বাঙ্গাল) সমতট হরিকেল প্রভৃতি নানা রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। উত্তর ও পশ্চিমের কিছু অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছিল গৌড় রাজ্য। মুসলমান রাজত্বকালে সর্বপ্রথম উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত সমুদয় ভূভাগ বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। এর থেকেই পরবর্তীকালে বাংলা বা ইংরাজী নামের উৎপত্তি হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে বাংলাদেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। তখনকার সময়ে রাজারা রাজ্যের চতুর্দিকে ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত আল নির্ম্মণ করতেন। বঙ্গ ও আল এই দুইটি শব্দের সংমিশরণেই ক্রমে বাঙ্গলা নামের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সকলে এই মত স্বীকার করেন না।

২০১১ সালের ১৩ মে নতুন বঙ্গের জন্ম হল। ধীরে ধীরে পুরাতন বাংলার রঙ বদলাতে আরম্ভ করল। বিগত আড়াই লাল রং-এর পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে সবুজ রং-এর ঢেউ বইতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মাঠে-ঘাটে সবুজের সমারোহ লক্ষিত হচ্ছে, মানুষের মনেও সবুজের হাওয়া লেগেছে। পুরাতন রাস্তাঘাটের পরিবর্তন বা সংস্কার চলছে। জঙ্গল মহল আজ শান্ত। পাহাড়ে ধীরে ধীরে বরফ গলতে যে পরিকল্পনা করে আন্দোলনে পাহাড়কে অশান্ত করে তুলেছিল, কালের কবলতলে ফুলে যোগ দিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের দাপটে গ্রহ বিপাকে পড়ে অনেক কমে গিয়েছে। যে সিপিএম একদা সর্ব ভারতীয় দল বলে পরিচিত ছিল আজ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে শূন্য অঙ্কে পরিণত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে তার হাত-পা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবে। জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কে বঙ্গ বিহারে এসে দেখা গেল একেবারেই নগ্ন রূপ। গাছপালাগুলি হাতের স্পর্শে শুষ্ক ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংগ্রাম করেও দশম বা কর্মস্থ শনি-রাহুর অশনি সংকেতে ভগ্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অবস্থাও ভঙ্গুর। সেখানকার সরকারও টলটলায়মান। মঙ্গলের প্রভাবে বহু গৃহদাহসহ যানবাহন তথা আঠাশের অধিক জীবনহানি ঘটে গিয়েছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট দুই বঙ্গের মধ্যে স্থান বিনিময় সম্পর্ক ঘটায় লোকসভায় সরকার 'লোকপাল বিল' পাস করতে সমর্থ হয়েছে।

যদিও এখনও লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়নি। তথাপি বলা যায় যে আগামী মার্চ ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচন হতে পারে। লোকসভার অবস্থা তখন শুভ থাকবে না। অর্থাৎ শনি-মঙ্গল-রাহু তুলাতে অবস্থান করবেন। শনি তুলাতে থাকলেও মঙ্গল রাহুর অবস্থান হবে গণিতগত হিসেবে কন্যায়, এবং শুক্রও পশ্চাদধাবন করেন ও ৩১ মার্চ কুম্ভে সকাল ১০.০৪ মিনিট সময়ে চলে যাবে। কুম্ভ শনির ক্ষেত্র হলেও কিংবা শনির সঙ্গে স্থান বিনিময় সম্পর্ক ঘটলেও অংশত শুক্র রাহুর কবলগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। এর ফলে কংগ্রেস সরকারের বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বা প্রধান মন্ত্রীর পদে 'রাহু'-ল কে সিংহাসন আরোহণের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ রাহুর হুল বিদ্ধ করে প্রবল মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে। ঔষধের অনুসন্ধানে একাধিক দলের শ্মরণাপন্ন হলেও যন্ত্রণার নিরসন হবে না। অতএব দিল্লির সিংহাসন দখল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে পরাহত হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় দলগুলির প্রাধান্যসহ প্রাদেশিক দলগুলির সহায়তায় 'মিলি-জুলি' সরকার গঠিত হতে চলেছে। কিন্তু এই দুর্যোগপূর্ণ গ্রহ অবস্থানকালীন সময়ে যদি সরকার গঠিত হয় তাহলে তাও দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

শনি-মঙ্গল ও রাহুর সংযোগকালে আপ এর রাজ্যাভিষেক শুভদায়ক হবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে আপ-এর যেমন মতোবিরোধ ঘটবে, তেমনই আন্না হাজারের সঙ্গেও প্রবল মতোবিরোধ ঘটতে চলেছে।

ঠিকা টেনেন্সির সরলীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সবমিলিয়ে কলকাতা পুরসভায় ৪৬টির মতো দফতর আছে। গত ১৮ ডিসেম্বর মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, 'এবার থেকে পুরসভার বিভিন্ন দফতরের কাজে অগ্রগতির পর্যালোচনা করতে প্রতি মাসের ১৮ তারিখে পুরকর্তারা বৈঠকে বসবেন। পাশাপাশি নিয়মিত প্রতি শুক্রবার অ্যাসেসমেন্ট দফতরের বৈঠক হবে। সেই মতো গত ২০ ডিসেম্বর মেয়রের দায়িত্বে থাকা অ্যাসেসমেন্ট দফতরের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে কলকাতার চেতলা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঠিকা টেনেন্সি সংক্রান্ত জমির সমস্যা সরলীকরণের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে। মহানাগরিকের বক্তব্য ঠিকা টেনেন্সি সংক্রান্ত সমস্যা জন্য জমির মিউটেশনে জটিলতা দেখা দিচ্ছে।'

জেরক্স বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২০১৪-র মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর বিকাশ ভবনে এক বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা হল। এবার থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ১০ কিলোমিটারের মধ্যস্থিত সমস্ত ফটোকপি অর্থাৎ জেরক্স সেন্টার পরীক্ষা চলাকালীন বন্ধ করে দেওয়া হবে। আগে এই দূরত্ব ছিল ১০০ কিলোমিটার।

মা-মাটি -মানুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানুষের সেবা করতে ও চোখের জল মোছাতে চেষ্টা করছি, দুঃখ চাহিদা দূর করে তাদের কাজে লাগার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষের আশীর্বাদকে পাথেয় করে অঞ্চলের উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। নতুন ইংরাজি বছরে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জীবন মুখোপাধ্যায়
বিধায়ক
সোনারপুর দক্ষিণ

গ্লুকোমায় কোন প্রাথমিক লক্ষণ থাকে না

আমরা শুনেছি গ্লুকোমা এক ধরনের চোখের অসুখ। যেটিতে অপটিভ নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারা বিশ্বের অন্ধত্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ হল গ্লুকোমা। গ্লুকোমা কেন হয় বা গ্লুকোমা হয়েছে কিভাবে বুঝব এইসব প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ অভিজিৎ সেনের পরামর্শ নিলেন অভিমন্যু দাস।

অর্পিতা দাস,বয়স ৮ বছর, বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুভাষগ্রাম। পারবারিক জীবিকা মূলত চাষবাস। আর্থিক অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে সে চোখের সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছে। প্রায়ই চোখ লাল হয়ে যায়। দেখা ও চুলকানোর সমস্যা হয়। প্রথমের দিকে কয়েকবার স্থানীয় চোখের ডাক্তারের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করায়। তারপরে আর ডাক্তারের কাছে যায় না। চোখের সমস্যা হলেই স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকেই আগের দেখানো ডাক্তারের ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার করে। এইভাবে বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। কিন্তু গত কয়েক মাস হল সেই ওষুধে আর চোখের সমস্যা সারছে না। বরং তার আজকাল চোখে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

তানিয়াকে নিয়ে তার পরিবারের লোকজন তার পরিবারের লোকজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসেন। সেখানে পরীক্ষা করে জানা যায় তার দুটি চোখই গ্লুকোমায় আক্রান্ত। একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই অন্য চোখে অ্যাডভান্স গ্লুকোমা। দীর্ঘদিন ধরে চোখের অ্যালার্জি কমানোর জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ নেওয়ার ফল স্বরূপ তার চোখের এই অবস্থা রয়েছে। আসলে আমাদের মধ্যে সচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকার ফলে গ্লুকোমার মতো ভয়ঙ্কর চোখের অসুখের শিকার বহু মানুষ।

গ্লুকোমা কী

গ্লুকোমাতে প্রথম অবস্থায় কোনও উপসর্গ থাকে না। রোগ বৃদ্ধির ফলে যখন গ্লুকোমা ধরা পড়ে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর কিছু করার থাকে না। অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি আর ফেরানো সম্ভব হয় না। এদেশে গ্লুকোমা ঠিক মতো ধরা না পড়ার কারণ হল- ১) অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে এবং অর্থনৈতিক কারণে সময় মতো চক্ষু পরীক্ষা না করা। ২) প্রথম অবস্থায় এই রোগের কোনও উপসর্গ না থাকায় রোগীরা কিছু বুঝতে পারে না। ৩) মফঃস্বলে ডাক্তারের অভাব। ৪) বহু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার যন্ত্রপাতিও নেই। ৫) অনেক সময়ই দেখা যায় বড় বড় শহরের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে গ্লুকোমা নির্ণয়ের ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নেই।

এই সব নানা কারণের জন্য গ্লুকোমা আক্রান্ত রোগির সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ উপযুক্ত প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যদি ঠিক সময় মতো চিকিৎসা করা সম্ভব হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই গ্লুকোমা থেকে অন্ধত্বকে আটকানো সম্ভব হয়। একদম প্রাথমিক অবস্থায় গ্লুকোমা ধরা পড়লে তাকে প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু নির্মূল কোনও দিনই সম্ভব নয়।

গ্লুকোমা কত প্রকার ও তার প্রাথমিক লক্ষণ কী

গ্লুকোমা অনেক প্রকার হয়। যেমন-প্রাইমারি গ্লুকোমা, ওপেন গ্লুকোমা ইত্যাদি। যে গ্লুকোমার কারণ জানা নেই তাকে আমরা প্রাইমারি গ্লুকোমা বলি। প্রাইমারিতে অ্যাকিয়ুট গ্লুকোমায় হঠাৎ চোখের প্রেসার বেড়ে গিয়ে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফলে রোগী চোখের ডাক্তার দেখাতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে সামান্য চিকিযসার মাধ্যমে গ্লুকোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই অ্যাকিয়ুট গ্লুকোমাকে নিয়ে আমরা ততটা ভাবিত নই। আমাদের কাছে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাই বেশি চিন্তার। কারণ এক্ষেত্রে রোগী কিছুই বুঝতে পারেন না। ক্রমশ তার দৃষ্টি শক্তির পরিধি ছোট হয়ে আসে।

প্রাথমিকভাবে গ্লুকোমার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু খুব ধীর গতিতে চোখ ড্যামেজ হতে থাকে। বহু পরে কিছু লক্ষণ দেখা যায়। যেমন- আলোর দিকে তাকালে রামধেনু দেখতে পায়, চশমার পাওয়ার খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়। হাল্কা ব্যথা অনুভব হয়। এই পর্যায়ে চোখ গ্লুকোমায় অনেকটাই ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। গ্লুকোমার কারণে চোখের যে ড্যামেজ একবার হয় তা আর ফিরে আসে না।

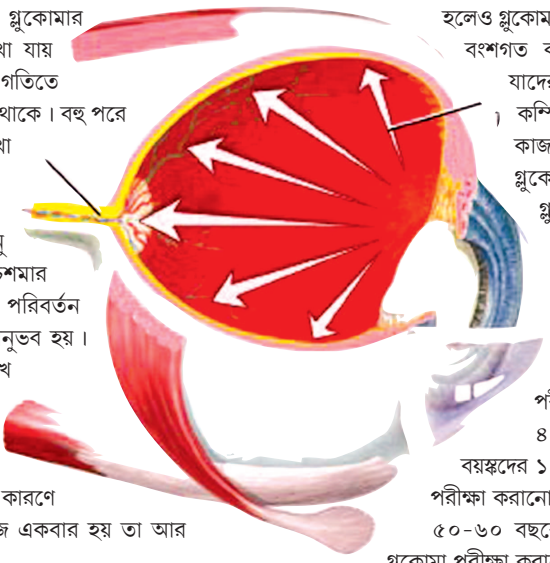

গ্লুকোমা নির্ণয় পদ্ধতি

গ্লুকোমার কোনও প্রাথমিক লক্ষণ না থাকার ফলে যখন তা ধরা পড়ে তখন চোখের রেটিনার নার্ভগুলির প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ ক্ষতি হয়ে যায়। গ্লুকোমা দেখার প্রথম পদ্ধতি হল চোখের প্রেসার মাপা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল অপটিভ নার্ভের অবস্থা পরীক্ষা। সাধারণ যেসব প্রচলিত যন্ত্রের সাহায্যে অপটিক নার্ভের পরীক্ষা হয় সেখানে ৪০-৪৫ শতাংশ ক্ষতির পরেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের কাছে আরও অ্যাডভান্সড মেশিন আছে যার সাহায্যে নার্ভের স্ক্যান করে প্রাথমিক অবস্থায় গ্লুকোমাকে ধরা যায়। এইসব অত্যাধুনিক মেশিন বেশিরভাগ ক্লিনিকেই নেই। শুধুমাত্র বিশেষ রেটিনার পরীক্ষার সাহায্যেই একদম প্রথম পর্যায়ের গ্লুকোমা নির্ণয় করা সম্ভব।

কোন বয়সে কারা এই রোগের শিকার

একদম কোন বয়সের পর গ্লুকোমা হবে এটা বলা খুব কঠিন। আজকাল ৩০-৩৫ বচর বয়স্কদের গ্লুকোমা হচ্ছে। গ্লুকোমা নির্ণয়ে চিকিৎসকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেহেতু এই রোগের কোনও লক্ষণ থাকে না তাই চিকিৎসকের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। অনেক সময় পরিবারের গ্লুকোমার লক্ষণ থাকে না তাই চিকিৎসকের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। অনেক সময় পরিবারের গ্লুকোমার ইতিহাস থাকলে ৩৫ বছর বয়সের পরেও গ্লুকোমা দেখা যায়। যাদের ডায়াবেটিস, হাইপো থাইরয়েড, হাইপারটেনশনের সমস্যা আছে তাদেরও এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দীর্ঘদিন ধরে কোনও বিশেষ অসুখের জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খাওয়ার থেকেও গ্লুকোমা হতে পারে। চোখের প্রেসার বেশি থাকলেও গ্লুকোমায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে অনেক সময় চোখের প্রেসার কম হলেও গ্লুকোমা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত কারণে গ্লুকোমা হয়। যাদের দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করতে হয় তাদেরও গ্লুকোমা হতে পারে। এই গ্লুকোমাকে প্রতিরোধ বা প্রাথমিক অবস্থায় ধরার জন্য

যে কোনও ৪০ বছরের বয়স্কদের ২-৪ বছর অন্তর গ্লুকোমা পরীক্ষা করানো উচিত।

৪০-৫০ বছরের বয়স্কদের ১-৩ বছর অন্তর গ্লুকোমা পরীক্ষা করানো উচিত।

৫০-৬০ বছরের ১-২ বছর অন্তর গ্লুকোমা পরীক্ষা করানো উচিত।

৬০ উর্ধ্ব বয়স্কদের বছরে ৬ মাস ১ বছর অন্তর গ্লুকোমা পরীক্ষা করানো উচিত।

গ্লুকোমা থেকে অন্ধ

অন্ধত্বের দ্বিতীয় কারণ হল গ্লুকোমা।যদি একদম

এরপর পনেরো পাতায়

বাস্তুশাস্ত্রে তুলসীপাতার প্রভাব

তুলসীপাতা থেকে এক ধরনের নির্যাস বেরোয়, যা পুরো পরিবেশটাই শুদ্ধ করে তোলে। প্রাতঃকালে স্নান করার পর তুলসী গাছের কাছে বসলে শরীর এবং মনের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তখন বাতাসে ভেসে আসা সেই নির্যাস মনের জোর বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই সময় তুলসী গাছের কাছে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সম্ভব হলে তা ধরে রাখতে পারলে ভাল হয়। এইভাবে নিঃশ্বাসকে ব্যবহার করত পারলে 'লাংস' ভাল থাকে। এছাড়াও শরীরের রক্ত পরিস্কার করার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অপরিসীম।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখা গেছে, মানবদেহের ভাবনা, প্রবণতা এবং ইচ্ছাশক্তির ওপর তুলসীগাছের প্রভাব অপরিসীম। শুধু তাই নয়, তুলসীগাছ সহজেই এবং প্রায় বিনামূল্যে সর্বত্র পাওয়া যায়। যে কোনও পাত্রে তুলসীগাছ রেখে ঘরের মধ্যে রাখলেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্ভব হলে ওই পাত্রটিকে সন্ধ্যাবেলা বাইরের কোথাও রেখে দিয়ে, আবার পরের দিন সকালবেলা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। এর ফলে বাড়ির এবং ঘরের আবহাওয়া অনুকূলে থাকবে। যাঁদের বিশেষ জায়গায় তুলসী গাছ রাখার উপায় নেই, তাঁরা ঘরের সামনের জায়গা কিংবা বারান্দায় রাখতে পারেন। অনেকে জায়গা থাকলে, বাড়ির বিশেষ জায়গায় 'তুলসী বন' গড়ে তোলেন।

প্রতিদিন পাঁচটি করে তুলসী পাতা খেলে যে কোনও রোগ-ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে তুলসী পাতার রস খেলে শরীরে বাড়তি জীবনীশক্তি যোগাতে সাহায্য করবে। মনে রাখার ক্ষমতা বাড়াবে, যথাযথ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে সাহায্য করবে। তুলসী পাতার সঙ্গে চারটে মরিচের গুঁড়ো খেতে পারলে ম্যালেরিয়া, ঘুসঘুসে জ্বর ও অন্যান্য ধরনের জ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে। নিয়মিতভাবে তুলসী পাতা খেলে রক্তের কোলোস্টেরল নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

উঠে যেতে বসেছে অনেক দল

ষোলো পাতার পর

অথচ অনেক ক্লাবই আজ অবধি অধিকাংশ ফুটবলারকে পুরো পেমেন্ট করে উঠতে পারেনি আর্থিক মন্দার জন্য। কোনও রকমে এবারের ব্যায়ভার মেটানোর ব্যবস্থা করতে পারলেও আগামী বছর আর এভাবে দল গড়ার কোনও ঝুঁকি নিতে রাজী নয় অধিকাংশ ছোট ক্লাব।

গত বছরের এপ্রিলেই সারদা ইনভেস্টমেন্ট (চিট) ফাণ্ড কেলেঙ্কারি বিতর্ক প্রকাশ্যে আসার পরই ময়দানে ফুটবল ক্লাবগুলি চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি পড়েন। কারণ, শুধু সারদা নয় আরও বেশ কয়েকটি ইনভেস্টমেন্ট (চিট) ফাণ্ড সংস্থা গত চার বছর ধরে কলকাতা ময়দানে খেলা ক্লাবগুলির স্পনসর রূপে কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল। চিটফাণ্ড বিতর্কের পর সেই সব কোম্পানির বিনিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ছোট ক্লাব কর্তাদের এখন মাথায় হাত। সকলেই জানেন শুধু তথাকথিত ছোট ক্লাবগুলি নয়, আইলিগে খেলা ইউনাইটেড স্পোর্টস এবছর স্পনসর না পাওয়ায় এখনও অবধি খেলোয়াড় ও কোচদের প্রায়ই কিছুই পেমেন্ট করে উঠতে পারেনি। এই বছরটা কোনওভাবে উতরে গেলেও নতুন মরশুমে কীভাবে কি করবেন তা নিয়ে দুচিন্তার কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছে। কোনও আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় কালো মেঘ কেটে বাইরে আসা যাবে তার কোনও সঠিক রাস্তা তারা খুঁজে পাননি। চলতি আর্থিক বছরেই এক ধাক্কায় পাঁচ কোটি টাকা করে বাজেট কমিয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। শিগগীরি স্পনসর পেয়ে যাবো এই আশ্বাস দিয়ে খেলা চালিয়ে গেলেও অর্ধেক আইলিগ ও শেষ পর্যায়ের কলকাতা লিগ খেলা অবধি স্পনসর জোগাড় করতে পারেননি ইউনাইটেড কর্তারা। ময়দানের প্রাচীন ক্লাব জানবাজার গত মরশুমে অসাধারণ খেলেছিল। কিন্তু তাদের স্পনসর ছিল একটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড। তারা হাত গুটিয়ে নেওয়ায় এই ক্লাবের কর্তারা এ মরশুমের প্রথমে দল নামাবে না ঠিক করেও কোনওক্রমে দল নামিয়ে অবনমনের মুখে পড়েছে। তাই এবার জানবাজারের কর্তারা সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করতে চলেছেন যে, বিনা স্পনসরে এবার আর দল নামাবেন না। দক্ষিণ কলকাতার খেলোয়াড় তৈরির কারখানা সার্দাম সমিতির সভাপতি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী স্বয়ং। তারাও গভীর সংকটের মুখে এই চিটফাণ্ড বিতর্কের পর। নতুন স্পনসরের ব্যাপারে ক্রীড়ামন্ত্রী তাদের কোনও আশ্বাস দিতে পারেননি। এখনও বহু ফুটবলারের টাকা বাকি। এইমতাবস্থায় নতুন মরশুমে দল নামানো হবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এমনকী একই সমস্যার মুখোমুখি গত কয়েকবছর ধরে সারা জাগানো ক্লাব কালীঘাট এমএস। এই দলের কর্ণধার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দাদা অজিত (ষষ্ঠী) বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি নিজে এখন বাংলা অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি। গত তিন মরশুম তাদের টাইটেল স্পনসর ছিল। এমনকী এবার তারা আইলিগে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলছে। অথচ এবার তাদের বিনা স্পনসরে কর্তাদের কোনওক্রমে জোগাড় করা অর্থ খরচ করে খেলতে হবে। আইলিগে খেলতে গিয়ে ব্যয় হওয়া পঁচিশ লক্ষ টাকা মিটিয়ে কীভাবে দল গড়া হবে, ক্লাব কর্তারা তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না। এমনকী একই অবস্থা রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ও দুটি বাংলা দৈনিকের সম্পাদক সৃঞ্জয় বসু পরিচালিত দল ভবানীপুরের। ব্যারেটোর মতো তারকাকে নিয়ে কলকাতা লিগ শেষ করলেও ফেডারেশন কাপ ও আইলিগে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার খরচ কীভাবে সামলানো যাবে তা ভেবে পাচ্ছেন না প্রথম সারির ক্লাব কর্তারা। এতক্ষণ কিন্তু বলা হল ময়দানের বড় ও মাঝারি দলের কথা। কিন্তু প্রথম থেকে পঞ্চম ডিভিশনে অজস্র ছোট দল রয়েছে যারা গত কয়েকবছর উৎসাহ নিয়ে দল গড়ছিল বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট (চিট) ফাণ্ডগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক সাহায্যে। সারদা বিতর্কের পর সেই সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবছর কোনওক্রমে দল গড়ে অবনমন বাঁচানোর লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। অনেকেই আবার শেষ মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন শিপের লড়াই থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। কারণ চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্চতর ডিভিশনে উঠলে স্পনসর ছাড়া ভাল দল গড়তে পারবেন না। বাংলায় এমনিতেই ফুটবল এখন রুগ্ন শিল্পের দশায় পৌঁছিয়েছে। তার ওপর খেলোয়াড় তৈরির কারখানাগুলির কর্তারা যাঁরা এতকাল নানাভাবে লড়াই করে, বহু আত্মত্যাগ করে কলকাতা ফুটবলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের চোখে এখন শুধুই অন্ধকার গলিতে হারিয়ে যাওয়ার শূন্যদৃষ্টি ফুটে উঠছে না। যখন ২০১৭-তে জুনিয়র বিশ্বকাপ করার দায়িত্ব ভারত পেয়েছে বিদেশে বড় বড় ক্লাবগুলি ভারতে ফুটবল প্রসারের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে, তখন যদি ফুটবলের মক্কার তৃণমূল স্তরে এইভাবে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে তাহলে ভারতের ফুটবল বাঁচবে কি করে!

ফুটবল বিশ্বকাপের সাতকাহন

ষোলো পাতার পর

অপরদিকে আয়োজক দেশ পশ্চিম জার্মানিও অনবদ্য ফুটবল উপহার দিয়ে পৌঁছে যায় ফাইনালে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। যিনি ১৯৬৬ থেকেই পশ্চিম জার্মানির অধিনায়কত্ব করে আসছেন। মিডফিল্ডে খেলা 'কাইজার' রূপে অভিহিত এই ফুটবলার নিজেদের রক্ষণ থেকে বিপক্ষ দূর্গে আক্রমণ হানায় দুর্দান্তভাবে পরিচালিত করতেন দলকে। ফাইনালে একরোখা জার্মানদের জেদের সামনে হার মানতে বাধ্য হলেন জোহান ক্রুয়েফ'রা। সেই কুড়ি বছর আগের মতোই চমক সৃষ্টিকারী ফেভারিট দলকে পরাজিত করে তাঁরা ছিনিয়ে নিল বিশ্বকাপ। এর পর ১৯৭৮-তে আসরের দায়িত্ব নিল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা। তখন আর্জেন্টিনা ছিল সামরিক একনায়কত্বের শাসনাধীন। ওদেশে মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে সেই অভিযোগে হল্যান্ড দলের হয়ে খেলতে গেলেন না জোহান ক্রুয়েফ। আয়োজক দেশ আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নেওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছিল। তখন কোয়ার্টার ফাইনাল হতো আটটি দলকে চারটি দলে দু'ভাগে ভাগ করে গ্রুপ লিগের খেলার মাধ্যমে। প্রতেকটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল উঠত সেমিফাইনালে। আর্জেন্টিনা পেরুকে ৬-০ গোলে হারিয়ে দেয়, ফলে ব্রাজিলকে গোলের গড়ে পিছনে ফেলে তারা উঠে যায় সেমিফাইনালে। ফাইনালে তাঁরা মুখোমুখি হয় হল্যান্ড দলের। কিন্তু ম্যারিয় ক্যাম্পেসের অনবদ্য খেলায় হল্যান্ড দল এবারও পরাজিত হল ফাইনালে। জাতীয় ফুটবল দলের এই জয়ে দেশবাসী আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠায় নিজেদের কু-শাসন থেকে দেশবাসীর মন অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল আর্জেন্টিনার মিলিটারি জুনটা সরকার। *এরপর আগামী সংখ্যায়*

গ্লুকোমায় কোন প্রাথমিক লক্ষণ থাকে না

চোদ্দো পাতার পর

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লুকোমা ধরা পড়ে তাহলে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু যদি বেশ কিছুদিন পরে ধরা পড়ে তাহলে অন্ধত্ব নেমে আসতে পারে। তাই সঠিক সময়ে গ্লুকোমা নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি। ছানি থেকে অন্ধত্বকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু গ্লুকোমা থেকে অন্ধত্বকে রক্ষা করা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়।

সুগার, থাইরয়েড, হাইপারটেনশন থেকে গ্লুকোমা

ডায়াবেটিসের রোগীরা বেশিরভাগ সময় গ্লুকোমায় আক্রান্ত হয়। তবে থাইরয়েড থেকে গ্লুকোমায় আক্রান্তের সংখ্যা কম। হাইপারটেনশন থেকেও গ্লুকোমা হতে পারে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের নিয়মিত গ্লুকোমা পরীক্ষা করা উচিত। হার্টের সমস্যা জনিত বা হাইপারটেনশনের রোগীদের মধ্যে গ্লুকোমা বেশি দেখা যায়।

গ্লুকোমার চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লুকোমা যদি ধরা পড়ে তাহলে যতটা ক্ষতি হয়েছে সেই পর্যন্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব। এর জন্য নিয়মিত চোখের ড্রপ দিয়ে যেতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। কিছুদিন অন্তর চোখের রেটিনার পরীক্ষা করাতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন পড়লে আরও বিশেষ কিছু পরীক্ষা করানো হতে পারে। তবে যদি সঠিত সময় গ্লুকোমা ধরা না পড়ে তাহলে অনেক সময় অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

গ্লুকোমা কি সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব

গ্লুকোমা সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তাকে প্রতিরোধ করা যায়। এই চিকিৎসা সারাজীবন চালাতে হয়। ৩ মাস থেকে ৬ মাস অন্তর ডাক্তারের চেক-আপের প্রয়োজন।

আজকের দিনে মেডিসিন দিয়ে ৯০ শতাংশ গ্লুকোমা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

১০ শতাংশ অপারেশন করে প্রতিরোধ করা হয়। তবে সার্জারির পর চোখের ড্রপ দেওয়া বন্ধ করা যাবে না। নিয়মিত চেক-আপে থাকতে হবে।

ফার্মাসিস্ট পদে নিয়োগ

দু'য়ের পাতার পর

নির্দিষ্ট জায়গায় আপনার স্ক্যান করা ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করবেন। এরপরে ফর্ম সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। দরখাস্তের একটি প্রিন্ট আউট ডিমান্ড ড্রাফটের সঙ্গে খামে ভরে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - এগজিকিউটিভ ডাইরেক্টর, ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেটহেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি।

ফিজ: সাধারণ প্রার্থীদের ১০০ টাকা ও সংরক্ষিত প্রার্থীদের ৫০ টাকা। যে কোনও রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ডিমান্ড ড্রাফ্ট কাটবেন 'ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেটহেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি'র অনুকূলে এবং প্রদেয় হবে সার্ভিস ব্যাঙ্ক কলকাতায়। অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় খাম পৌঁছাতে হবে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে।

সফল হবে না ভারত

ষোলো পাতার পর

এই মনোভাবটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে। ভারতীয় ক্রিকেট দল এই মুহূর্তে মূলত তরুণদের ওপর নির্ভরশীল। ঘরের মাঠে অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখালেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এখনও বিশেষ কিছু জমা পড়েনি। আর একটা কথা স্বীকার করতেই হবে ভারতীয় দল উপমহাদেশের বাইরে ফাস্ট পিচে চিরকালই দুর্বলতা দেখিয়ে এসেছে। তাই মুরলি বিজয়, শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা বলার মতো সময় এখনও আসেনি। তবে একটা কথা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার আগে খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার চুলচেড়া বিশ্লেষণ করতে বসলে একটা কথা স্বীকার করতে হত, আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মানের একটা বড় তফাৎ রয়েছে। তাই ঘরোয়া ক্রিকেটে কোনও তরুণ দুরন্ত সাফল্য পেলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতেই হবে। কিন্তু আজকে আর একথা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, সিনিয়র দলে খেলার আগেই ভারতীয় 'এ' দলের মতো বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক খেলায় উঠতি খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যথেষ্ট সাধ পাচ্ছেন। তার ওপর এখন চালু হয়েছে আইপিএল। যাতে ইউরোপীয়ান ফুটবলের ক্লাবগুলির মতোই ভারতের আইপিএল-এর অংশগ্রহণকারী দলগুলির ড্রেসিংরুমে এবং মাঠে বিদেশি সেরা খেলোয়াড়দের সাহচার্য পাচ্ছেন যে কোনও জাতীয় পর্যয়ে খেলা ক্রিকেটার। বিশ্বের সব দেশের খেলোয়াড়রা যেহেতু আইপিএল-এ অংশগ্রহণ করছেন, তাই প্রতিযোগিতাতে একটা আন্তর্জাতিক মেজাজ এসে যাচ্ছে ফুটবলে ইংল্যান্ডের ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ কিংবা স্পেনের লা-লিগার মতো। যার ফলে উদীয়মান বা প্রবীণ ভারতীয় সেই সমস্ত ক্রিকেটাররা যারা যথেষ্ট পরিমানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি তাঁরাও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে নিজেদের তৈরি করতে পারছেন। কাজেই আজকের তরুণরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন তখন আর গাভাস্কার বা দ্রাবিড়দের আমলের মতো অনভিজ্ঞ থাকছেন না। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের এতোটা ভরাডুবি কেউই আশা করতে পারেননি। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলছেন ভারতের অধিনায়ক ফিল্ডিংয়ের সময় উইকেট তোলার রাস্তার না গিয়ে রান আটকে রাখার দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন। এতে সাময়িক সাফল্য পাওয়া গেলেও বিশ্বমানের কোনও দলকে পরাজিত করা দূরের কথা তাদের বিরুদ্ধে ড্র করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, টেস্ট ক্রিকেটে হাতে উইকেট থাকলে যে কোনও দলই শেষদিকের ওভারগুলিতে সর্বাত্মক আক্রমণে যাবে। শেষ টেস্টেও বিরাট কোহলি ও সুরেশ রায়নার মতো অনিয়মিত স্পিনার নিয়ে টানা বল করিয়ে গেল। অথচ সকলেই জানেন, দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে অনিয়মিত স্পিনারদের দিয়ে এভাবে ফাটকা খেলে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় দলে মহম্মদ সামীর উত্থান এবং ইশান্ত শর্ম ফর্মে ফিরে আসাটা অত্যন্ত ভাল লক্ষণ। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বোলিং মান ভারতীয় দলকে চিন্তায় রাখবেই। পুজারা, বিজয়, শিখর, সর্বপরি কোহেলি যেভবে শচীন-দ্রাবিড়-সৌরভের শূন্যস্থান ভরাট করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ভারতীয় বোলাররা কিন্তু কুম্বলে-হরভজনদের শূন্যস্থান পূরণ করার মতো আশা এখনও জাগাতে পারেননি। জাহির যতোই ভাল খেলুক খুব বেশি দিন তিনি আর ময়দানে থাকতে পারবেন না। ইশান্তের হঠাৎ হঠাৎ ফর্মে ফেরা আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং মহম্মদ সামী ছাড়া আর কোনও অত্যন্ত প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পেসার না উঠে আসাটা মহেন্দ্রধোনীকে চাপে রাখবেই। তার ওপর ভারতীয়দের মানসিকতায় যতোই পেশাদারিত্ব এবং আধুনিকত্ব আসুক না কেন, কর্তাদের মনোভাবে জাতীয়তাবোধের অনুপস্থিতি এখনও প্রকট। সেটা দেখা গেল নিউজিল্যান্ড সিরিজে দল নির্বাচনের সময়। যে ঘটনার উল্লেখে এই প্রতিবেদন শুরু হয়েছিল তার রেশ টেনে বলা যায় ভারতীয় দলে এই মু হূর্তে প্রতিভা যথেষ্টই আছে। কিন্তু বাংলার মতো একটা রাজ্য দলের মধ্যে যে অদম্য আগ্রাসী মানসিকতা দেখা যাচ্ছে সেই 'লড়কে লেঙ্গে' মানসিকতা না এলে নিউজিল্যান্ড সফরও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের হতাশ করবে।

মর্যাদার লড়াই

ষোলো পাতার পর

সমর্থকদের কাছে আবেগের ম্যাচ। মোগা, লেন, ভাসুম, সুয়েকারা গোলের মধ্যে থাকলেও বড় ম্যাচের ক্ষেত্রে আমি মোহনবাগানকে ইস্টবেঙ্গলের থেকে এগিয়ে রাখব।'

সত্তর দশকের কলকাতা ময়দানের মাঝমাঠের জাদুকর প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী মনে করছেন, 'এবারের ডার্বি ম্যাচ খুব উপভোগ্য হবে। এখনই বলা যাচ্ছে না কে জিতবে। তবে আশা করছি দু'দলের সমর্থকরা একটা ভাল ফুটবল ম্যাচ দেখতে পাবে। ভাল উপভোগযোগ্য ম্যাচ হোক সেটা সবসময়ই চাই। মোহনবাগান শেষ কয়েকটি ম্যাচ দারুণ খেলেছে। বিশেষ করে ওডাফার কথা বলব। চোট সারিয়ে আবার পুরনো ওডাফাকে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। যেটা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। কারণ, তার মতো খেলোয়াড়রা যে কোনও সময় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল দলে চোট আঘাতের সমস্যা রয়েছে। পয়েন্টের নিরীখে ইস্টবেঙ্গল অনেকটা এগিয়ে থাকলেও বড় ম্যাচ সবসময় মর্যাদার ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সিফ খেলবে না। কারণ, তাদের হারানোর কিছু নেই। পক্ষান্তরে মোহনবাগানও এ্যাটাকিং ফুটবল খেলবে। ইস্টবেঙ্গলে মোগা গোলের মধ্যে আছে এবং মাঝমাঠও যথেষ্ট ভাল খেলছে। তাই এবারের ম্যাচটা যথেষ্ট উপভোগ্য হবে।'

চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, মর্যাদার লড়াই নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে

এ দাস: ১১ জানুয়ারি কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের ডার্বি ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। এই বড় ম্যাচকে ঘিরে নতুন বছরের শুরুতেই ঘটি-বাঙ্গালের লড়াই ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও পরপর চারবার লিগ জয়ের দিকে ইস্টবেঙ্গল সবুজ মেরুণের থেকে বেশ কয়েককদম এগিয়ে আছে। বড় ম্যাচ খেলার আগে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট সংখ্যা ২২ (৮টি ম্যাচ)। অপরদিকে মোহনবাগানের পয়েন্ট সংখ্যা ৯টি ম্যাচ খেলে ২১। এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দুটি টিমই ভাল খেলছে। মোহনবাগান টিমের প্রাণ ভোমরা ওডাফা গোলের মধ্যে রয়েছে, চোট মুক্ত হয়ে পুরনো ফর্মের ওডাফাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মোহনবাগানের মাঝমাঠও যথেষ্টভাল খেলছে। অপরদিকে লাল-হলুদ শিবিরে মোগা নিয়মিত গোলের মধ্যে থাকলেও মাঝে মধ্যেই মাঠে মেজাজ হারিয়ে ফেলছে। দলে অনেক চোট আঘাতের সমস্যা রয়েছে। রক্ষণের প্রধানস্তম্ভ ওপারার চোট রয়েছে।

ছবি: ফেসবুকের সৌজন্যে

মেহেতাব চোট সারিয়ে খেলায় ফিরেছে। তবে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। লাল-হলুদ শিবিরের কোচ কোলাস পারিবারিক উৎসবের জন্য বড় ম্যাচের আগে গোয়া চলে যেতে পারেন। তাই বড় ম্যাচের আগে দল ভাল খেললেও খুব যে ভাল অবস্থায় আছে একথা বলা যাবে না। বড় ম্যাচ প্রসঙ্গে একসময়কার বিখ্যাত গোলকিপার শিবাজী ব্যানার্জী মনে করছেন 'এবার ডার্বি ম্যাচ ৫০-৫০। যে কোনও দলই জিততে পারেন। খেলাটি খুব উপভোগযোগ্য হবে। তাই আগে থেকে কে জিতবে একথা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। যদিও মোহনবাগানের কাছে লিগ জয়ের আশা সেই অর্থে নেই। কিন্তু বড় ম্যাচ সবসময় মর্যাদার লড়াই। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ইস্টবেঙ্গলকে সহজে এক চুল জমি ছেড়ে দেবে না সবুজ-মেরুণ শিবির। লিগের শেষ কয়েকটি ম্যাচ মোহনবাগান যথেষ্ট ভাল খেলেছে। রক্ষণ-মাঝমাঠ-আক্রমণ ভাগের মধ্যে একটা সুসংঘবদ্ধ তাল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যা গত ডার্বি ম্যাচের আগে দলের মধ্যে ছিল না। মোহনবাগানের রক্ষণের দুই বাঙালি খেলোয়াড় যথেষ্ট ভাল খেলছে। ইচের অভাব বুঝতে দিচ্ছেন না। মাঝমাঠে ডেনসান দেবদাস, কারসুমি, রাম মল্লিক যথেষ্ট ভাল খেলছে। ফলে গোলের বলের জন্য ওডাফাকে খুব একটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। ওডাফা নিজেও এখন আগের ডার্বি ম্যাচের তুলনায় যথেষ্ট ফিট। গোলের মধ্যে রয়েছেন, শেষ ম্যাচে হ্যাট্রিক পর্যন্ত করেছেন। তাই গোটা দলটাই এখন খুব ভাল জায়গায় আছে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দলে অনেক চোট আঘাতের সমস্যা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে তাদের কোচ কোলাসো ডার্বি ম্যাচের সময় গোয়ায় পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবেন। দলে এর একটা প্রভাব পড়লেও পড়তে পারে। পয়েন্টের নিরিখে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের থেকে এগিয়ে থাকলেও বড় ম্যাচ সবসময় মর্যাদার ম্যাচ।

এরপর পনেরো পাতায়

বোলিং-এ আগ্রাসন না বাড়লে সামনের সিরিজেও সফল হবে না ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য জয়ের পর বাংলার অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন দলের মধ্যে একটা ইতিবাচক শক্তি তৈরি হয়েছে। কোনও ক্রিকেটার প্রথম একাদশে সুযোগ না পেলেও ভেঙে পড়ছে না। এর ফলেই শেষ দুটি ম্যাচে বাংলা রঞ্জি ক্রিকেট দলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে খেলোয়াড়দের অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের মনোবৃত্তি। প্রত্যেকটি খেলাতেই কেউনা কেউ বিপদের মুহূর্তে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে দলকে উতরে দিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি চেন্নাইয়ে চাষের ক্ষেতের জমির মতো পিচে বাংলা যেভাবে বিপক্ষকে তাদের ঘরের মাঠেই বধ করল তা সত্যিই অলৌকিক। যে

সৌরাশিস লাহিড়ীকে বাংলার প্রাক্তন এবং তামিলনাড়ুর বর্তমান কোচ রামন বাদ দিয়েছিলেন প্রবীণ হওয়ার অপবাদ দিয়ে সেই সৌরাশিসের অলৌকিক বোলিং-এ বাংলা চূর্ণ করে দিল তামিলনাড়ুকে।

এরপর পনেরো পাতায়

ফুটবল বিশ্বকাপের সাতকাহন

ক'দিন আগেই কলকাতায় এসেছিল বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফিটি। ২০১৪-র ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে এখন থেকেই ফুটবলপ্রেমীদের উত্তেজনা চরমে উঠেছে। এই উপলক্ষে বিশ্বকাপের ইতিহাস পরিক্রমায় সঞ্জয় সরকার।

গত সংখ্যার পর

১৯৭৪-এ বিশ্বকাপের আসর বসল পশ্চিম জার্মানিতে। এবার আবার কুড়ি বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে কিনা সেই নিয়েই দর্শকদের মধ্যে সঞ্চার হল প্রবল উত্তেজনা। কারণ ১৯৫৪-র মতোই ১৯৭৪-এ বিশ্বকাপের আগেই টোটাল ফুটবল দেখিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল রেনে মিসেলস-এর প্রশিক্ষণাধীন হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড) দল। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বললেন, এই হচ্ছে আগামী দিনে ফুটবল। যেখানে কারও কোনও নির্দিষ্ট পজিশন থাকবে না। দশ জন ফুটবলারই উঠে নেমে সমানতালে আক্রমণ রক্ষণে অংশ নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি রেনে মিসেলসের ওই দর্শন হুবহু অনুসরণ না করলেও আজকের ফুটবলে যে চলতি ধারা তা কিন্তু অনেকটাই ১৯৭৪-র হল্যান্ড দলের খেলা থেকে শুরু হয়েছিল। এই দলের প্রধান অস্ত্র ছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলাররূপে বন্দিত জোহান ক্রুয়েফ। ৫৪-এর হঙ্গেরির মতোই প্রত্যেকটি দলকে হেলায় পরাজিত করে হল্যান্ড উঠে আসে ফাইনালে।

এরপর পনেরো পাতায়

স্পনসরের অভাবে উঠে যেতে বসেছে অনেক ছোট দল

অভিমন্যু দাস

কলকাতা লিগ একসময় ছিল ভারতের সেরা ঘরোয়া ফুটবল প্রতিযোগিতা। মাত্র আট বছর আগেও কলকাতার পাঁচটি ডিভিশনে ফুটবল লিগ জুন-জুলাই মাসে শুরু হয়ে নভেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যেত। তার আগে গত শতাব্দীতে এই প্রতিযোগিতা শুরু হত মে মাসে শেষ হত অক্টোবরে। অথচ আইলিগের ধাক্কায় এই লিগের প্রিমিয়র ডিভিশনের খেলা এখন শুরু হয় অক্টোবরের শেষ দিকে, তারপরে যে কবে শেষ হবে তা খোদ ঈশ্বরও বলতে পারেন না। গত বছর কলকাতার প্রিমিয়র ডিভিশন লিগ শেষ করা নিয়ে আইএফ চূড়ান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এ বছর পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হলেও এখনও বেশ কয়েকটি বড় ম্যাচ বাকি। নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার অনুসরণ করতে না পারায় প্রিমিয়র লিগে খেলা ছোটদলগুলি একের পর এক সমস্যার কবলে পড়ছে। খেলোয়াড়দের পেমেন্ট দেওয়া নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত বিদেশীদের নিয়ে এই সমস্যা অনেক বেশি। এই সমস্যা কীভাবে সামলানো যাবে তার কোনও পথ ছোট দলের কর্তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই সমস্যার সঙ্গেই গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে স্পনসর সমস্যা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে যে এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে স্পনসর না পেলে আগামী মরশুমে বেশ কিছু ক্লাব ফুটবল দল না গড়ার কথা ভেবে ফেলেছে। সুপার থেকে পঞ্চম ডিভিশনের খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।

এরপর পনেরো পাতায়

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **সম্পাদক ঃ** ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।